জাতিসংঘ কি-
জেনে নাও

5. **Discovering the United Nations** (DPI/2006);

জাতিসংঘ কি– জেনে নাও

বিশ্বের শিশুদের জন্য
লিখিত

চল জাতিসংঘ সম্পর্কে বিশদভাবে জানি
এবং কিভাবে আমরা ব্যতিক্রমী ভূমিকা
রাখতে পারি তা খুঁজে বের করি।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা।

জাতিসংঘ কি – জেনে নাও

Discovering the United Nations

(DPI/2006)

প্রকাশক	:	জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ঢাকা, বাংলাদেশ
Bengali translation by	:	UN Information Centre Dhaka, Bangladesh
পুনর্মুদ্রণ	:	অক্টোবর ২০০১
Reprint	:	October 2001 unic/pub/01/04-1000
সম্পাদনা	:	কাজী আলী রেজা
Edited by	:	Kazi Ali Reza

জাতিসংঘ

সম্পর্কে জানার জন্য
এখান থেকে শুরু কর

প্রথম অধ্যায়

জাতিসংঘ পরিচিতি

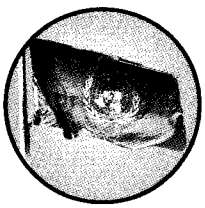

১

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতিসংঘ পরিবার

৯

তৃতীয় অধ্যায়

শান্তির জন্য জাতিসংঘ যা করে

১৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমরা কি করতে পারি?

৪১

পঞ্চম অধ্যায়

পরিবেশ ও উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ যা করে

৩৩

চতুর্থ অধ্যায়

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ যা করে

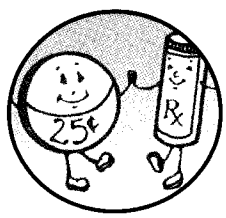

২৫

১

জাতিসংঘ
পরিচিতি

জাতিসংঘের তরফ থেকে একটি চিঠি

প্রিয় ছেলেমেয়েরা,

"জাতিসংঘ" নামটি তোমাদের কাছে কি অর্থ বহন করে?

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীদের একটি দলকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তর পরিদর্শনকালে এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই বলেছে যে, তারা জাতিসংঘকে শান্তির ধারণার সাথে সম্পৃক্ত করে দেখে। কেউ কেউ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালনকালে যে 'নীল শিরোস্ত্রাণ' পরিধান করে—তার উল্লেখ করেছে। অন্যান্যরা এই বিশ্বকে পারমাণবিক বোমামুক্ত করার ব্যাপারে জাতিসংঘের ভূমিকার উল্লেখ করেছে।

কেউ কেউ অবশ্য বেশ ভিন্ন আঙ্গিকেও উত্তর দিয়েছে। অ্যাঙ্গোলার একটি শিশু বলেছে যে, তার কাছে জাতিসংঘ মাইন পরিষ্কার কাজের সমার্থক। বহুবছরের গৃহযুদ্ধের ফলে তার দেশের সকল জায়গায় অসংখ্য স্থলমাইন পোঁতা রয়েছে। এদেশে মাইন বিস্ফোরণে অঙ্গহানি হওয়া বহুসংখ্যক শিশু রয়েছে। জাতিসংঘ বর্তমানে মাইন-পরিষ্কার কাজে অ্যাঙ্গোলাকে সহায়তা করছে।

বর্তমানে জর্ডানে বসবাসকারী এক প্যালেস্টাইন যুবক বলেছে যে সে একজন শরণার্থী। সারাটি জীবন সে জাতিসংঘ পরিচালিত একটি শরণার্থী শিবিরে কাটিয়েছে। তার কাছে জাতিসংঘের অর্থ হল শরণার্থীদের সহায়তা প্রদান।

ভারতের একজন যুবকের কাছে জাতিসংঘের অর্থ হল রোগ প্রতিরোধ। পুরো গ্রামে জাতিসংঘের সহায়তায় হাম ও অন্যান্য রোগের প্রতিষেধক টিকা ও ইঞ্জেকশন প্রদান করা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক বালিকার কাছে জাতিসংঘ হল হ্যালোউইন (Halloween) -এর সময়কালীন প্রচুর আনন্দ। আমেরিকায় এ ধরণের বন্ধের দিনে সকল বয়সের ছেলেমেয়েরা ইউনিসেফ (UNICEF) এর জন্যে মিষ্টি কেনার উদ্দেশ্যে লোকজনের দ্বারে দ্বারে গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে। সে জানায়, গতবছর তার স্কুল প্রায় পাঁচশত ডলার সংগ্রহ করেছে।

প্রতিটি শিশুই তার নিজস্ব ধারণার বিচারে সঠিক। পত্রিকায় আমরা যা পড়ি বা টেলিভিশনে আমরা যা দেখি তার বাইরেও জাতিসংঘ অসংখ্য উপায়ে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অংশীদার হচ্ছে। বস্তুত, জাতিসংঘ এবং এর অঙ্গসংগঠন-সমূহ কিভাবে আমাদের কর্মকাণ্ড এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে প্রত্যক্ষ এবং গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ বজায় রাখছে তা অনেক লোকই জানেনা।

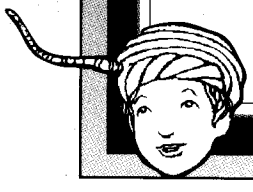

এখানে কতগুলো উদাহরণ দেয়া হলঃ

আমরা যখন বিদেশে টেলিফোন করি বা টেলিভিশনে অলিম্পিক খেলা দেখি তখন জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU) এ সংক্রান্ত যোগাযোগে সহায়তা করে।

বিমানে ভ্রমণের সময় আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO) বিমান এবং বিমানবন্দর নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিশ্বমান নির্ধারণের মাধ্যমে আমাদের যাত্রাকে নির্বিঘ্ন করে।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) ঝড়ো রাত্রিতে বিমানগুলোকে নিরাপদ উড্ডয়ন পথ নির্ধারণে সহায়তা করে।

ডিনারে বা স্কুলে আমরা যে খাবার খাই তা জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর খাদ্য ও তৎসংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি প্রস্তুতের নির্ধারিত মান অনুযায়ী প্রস্তুত হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সংক্রামক ব্যাধি নিরাময় এবং শিশুদের সবল, স্বাস্থ্যবান করার লক্ষ্যে কাজ করে। কখন এবং কি শর্তসাপেক্ষে তরুণরা কাজ করতে পারবে সে ব্যাপারে নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO)।

যা-ই করুক বা যেখানেই কাজ করুক না কেন, মোদ্দা কথা হল জাতিসংঘ পৃথিবীব্যাপী মানুষকে 'নিরাপত্তা ও সম্মানের সাথে উন্নততর জীবন যাপনে' সহায়তা করছে।

এই বই তোমাদেরকে জাতিসংঘ এবং এর কর্মকাণ্ডসমূহ জানার ব্যাপারে সহায়তা করবে। সারা বিশ্ব থেকে বিভিন্ন সত্য কাহিনীর বর্ণনা আছে এই বই-এ। এ থেকে তোমরা জানতে পারবে কেন এবং কিভাবে জাতিসংঘ আমাদের এই বিশ্বকে অধিকতর নিরাপদ এবং উন্নত করায় সহায়তা করছে।

তোমরাও জাতিসংঘকে এর অঙ্গীকার পূরণে সহায়তা করতে পার। অবশ্য এর জন্যে তোমাদের জাতিসংঘ সম্বন্ধে আরো ভালভাবে জানতে হবে। এই বই তোমাদের জানার ক্ষেত্রে একটি ভাল সূচনা গ্রন্থ হবে।

Kensaku Hogen

কেনসাকু হোগেন
উপ-মহাসচিব
যোগাযোগ ও গণসংযোগ বিভাগ
জাতিসংঘ

জাতিসংঘ পরিচিতি

জাতিসংঘ কি?

জাতিসংঘ স্বাধীন দেশসমূহের একটি সংস্থা। এই দেশগুলো বিশ্বশান্তি এবং দারিদ্র ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্যে একতাবদ্ধ হয়েছে। ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর ৫১টি দেশ নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল । বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য দেশের সংখ্যা ১৮৮।

সহায়ক শব্দাবলী

(Key Words)

সনদ (charter) ঃ এটি হল একপ্রস্থ নির্দেশনা যাতে সংস্থার লক্ষ্যসমূহ ব্যাখা করা থাকবে এবং এর প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের অধিকার এবং কর্তব্যের তালিকা থাকবে।

প্রতীক (emblem) : একটি বস্তু বা ধারণার দৃশ্যমান প্রতীক।

মানবকল্যাণমূলক (humanitarian) ঃ সকল মানবজাতির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়।

ফোরাম (forum) ঃ জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনার জন্য সমাবেশ।

ঐকমত্যের জন্য আলাপ-আলোচনা (negotiations) ঃ কোন বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছার লক্ষ্যে আলোচনা।

প্রতিনিধি (representative) ঃ অন্যদের পক্ষে কথা বলা ও কাজ করার জন্যে নির্বাচিত ব্যক্তি।

শরণার্থী (refugee) ঃ যিনি নিরাপত্তা, খাদ্য বা আশ্রয়ের জন্যে দেশ বা বাড়ি ত্যাগ করেন।

প্রত্যাবাসন (repatriate) ঃ কোন ব্যক্তিকে তার দেশে পুনর্বাসিত করা।

জাতিসংঘ কিভাবে শুরু হয়েছিল?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) বেদনাবিধুর দিনগুলোতেই শান্তিরক্ষায় সহায়ক একটি বিশ্বসংস্থার ধারণা জন্মলাভ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালে আটলান্টিক মহাসাগরে একটি যুদ্ধজাহাজে মিলিত হন। পরবর্তীতে ১৯৪৫ সালে তারা ইয়াল্টায় সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা (বর্তমানে রাশিয়া-ফেডারেশন) জোসেফ স্ট্যালিন এর সাথে আলোচনা করেন।

জাতিসংঘ যেভাবে যাত্রা শুরু করল তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

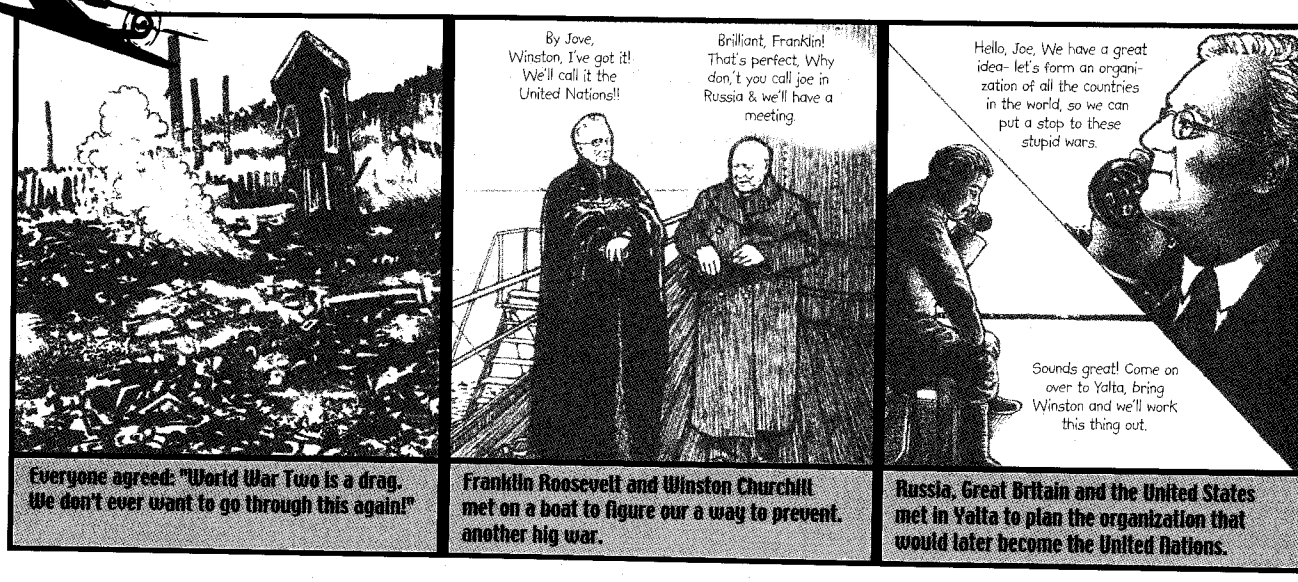

এই সভাগুলো ১৯৪৫ সালের জুনে সানফ্রান্সিসকোতে আরো বড় সম্মেলনের ভিত্তি তৈরী করে। এই সম্মেলনে জাতিসংঘের জন্যে একটি সনদ প্রণয়ন করা হয়। এতে প্রস্তাবিত সংস্থার নিয়মনীতি ও বিধানসমূহ উল্লেখ করা হয়। এই সভায় সরকারসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক জাতিসংঘ নামটি ব্যবহারে সম্মত হন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই নামটি প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি সনদ স্বাক্ষরের কিছু দিন আগে মৃত্যু বরণ করেন।

পরিশেষে, সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক জাতিসংঘ সনদ আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করায় ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘের জন্ম হয়। সেজন্য জাতিসংঘের জন্মদিন ২৪শে অক্টোবর 'জাতিসংঘ দিবস' হিসেবে বিশ্বব্যাপী উদ্‌যাপিত হয়।

জাতিসংঘের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি?

জাতিসংঘের চারটি প্রধান লক্ষ্য রয়েছে:

(১) বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা;

(২) জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা;

(৩) দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা এবং পারস্পরিক অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতাকে উৎসাহিত করা;

(৪) জাতিসমূহকে এই লক্ষ্য-সমূহ অর্জনে কেন্দ্রীয় সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

San Francisco Times

5 NATIONS SIGN CHARTER FOR THE UNITED NATIONS

NEW ORGANIZATION FOR WORLD PEACE

ROOSEVELT'S DREAM BECOMES A REALITY

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ সনদে ৫০টি দেশ এবং পরবর্তীতে পোল্যান্ড। স্বাক্ষর করে।

জাতিসংঘের সদরদপ্তর কোথায়?

নিউইয়র্ক শহরে জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত।

তোমরা হয়ত বিশ্বাস করবেনা, জাতিসংঘ সদরদপ্তর এখন যেখানে অবস্থিত একসময় তা ছিল কসাইখানা, রেলওয়ে গ্যারেজ এবং কিছু পুরানো ফ্যাক্টরী, সবমিলে এক অবহেলিত জায়গা। পরবর্তী পাতায় ছবিগুলোর দিকে তাকাও। বাঁ'দিকে দেখা যাচ্ছে ১৯৪৫ সালে জায়গাটি কেমন দেখাত। এখন ডান দিকে তাকাও। এই হল তার আজকের রূপ। জাতিসংঘের সদর দপ্তরের ভূমি এবং ভবনগুলো একটি আন্তর্জাতিক এলাকা। এর অর্থ হলো জমিটা কেবল একটি দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে নয়; বরং এর মালিক জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশ।

যদি তুমি কর্মদিবসে জাতিসংঘ সদর দপ্তর পরিদর্শন কর, তুমি এর সকল সদস্যদেশের পতাকাগুলোকে ফার্স্ট এভিনিউতে সারিবদ্ধভাবে দেখতে পাবে। ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে সারির শুরুর দিকে আছে আফগানিস্তানের পতাকা এবং সারির শেষ প্রান্তে রয়েছে জিম্বাবুই-এর পতাকা। জাতিসংঘের নিজস্ব পতাকাও রয়েছে। এতে নীল জমিনের কেন্দ্রে একটি সাদা প্রতীক রয়েছে। প্রতীকটি হলো জলপাই শাখায় জড়ানো পৃথিবীর একটি মানচিত্র যা বিশ্বশান্তিকে নির্দেশ করে। জাতিসংঘের নিজস্ব নিরাপত্তা কর্মকর্তাগণ এই এলাকা পাহারা দিয়ে থাকেন। জাতিসংঘের নিজস্ব ডাকঘর এবং ডাকটিকিটও রয়েছে। এই ডাকটিকিটসমূহ কেবলমাত্র জাতিসংঘ সদর দপ্তর এবং ভিয়েনা ও জেনেভাস্থ জাতিসংঘ কার্যালয় থেকে ব্যবহার করা যায়।

জাতিসংঘ ডাকটিকেটের জন্য সারা পৃথিবী থেকে আর্টিষ্টরা ডিজাইন প্রদান করে। এগুলো ডাকটিকেট সংগ্রহকারীদের নিকট বেশ জনপ্রিয়।

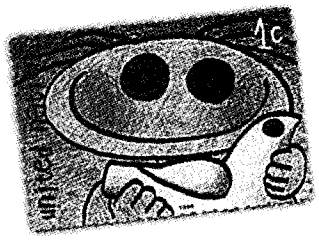

জাতিসংঘে কোন্ কোন্ ভাষা ব্যবহার করা হয়?

জাতিসংঘের ছয়টি সরকারি ভাষা রয়েছে - আরবি, চাইনিজ, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ এবং স্পেনীয় যেকোন অফিসিয়াল সভায় একজন প্রতিনিধি এই ছয়টি ভাষার যে কোন একটিতে কথা বলতে পারেন এবং তার বক্তব্যসমূহ একই সাথে অন্যান্য অফিসিয়াল ভাষায় অনুবাদ করা হয়। জাতিসংঘের অধিকাংশ দলিলাদি ছয়টি ভাষার সবগুলোতেই তৈরী করা হয়। অবশ্য জাতিসংঘের কাজ-কর্ম সাধারণতঃ ইংরেজি এবং ফরাসি এই দুটি ভাষায় পরিচালিত হয়ে থাকে। এদের তাই ব্যবহারিক ভাষা বলা হয়ে থাকে।

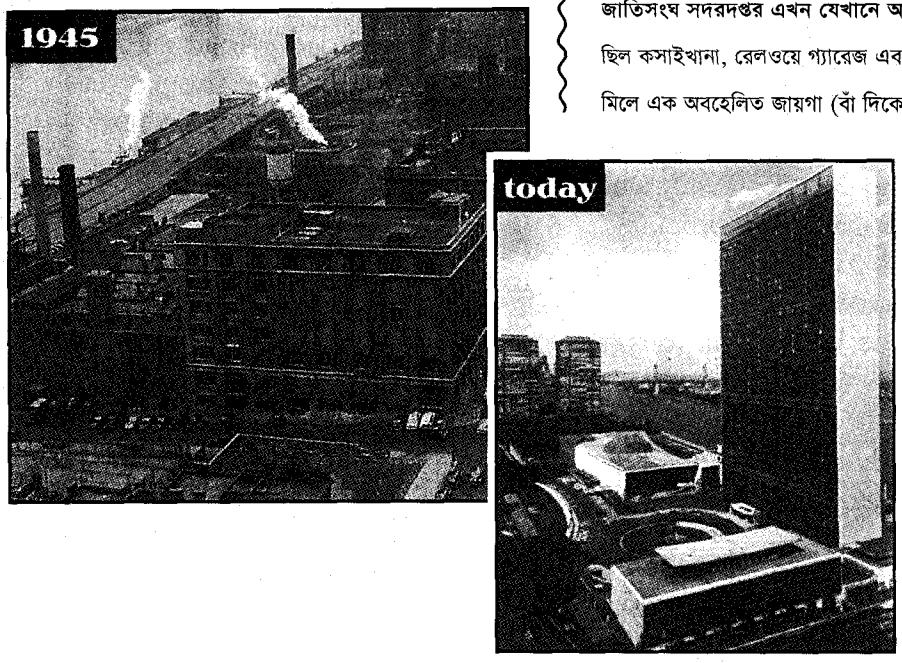

জাতিসংঘ সদরদপ্তর এখন যেখানে অবস্থিত ১৯৪৫ সালে তা ছিল কসাইখানা, রেলওয়ে গ্যারেজ এবং কিছু পুরানো ফ্যাক্টরী মিলে এক অবহেলিত জায়গা (বাঁ দিকে)। এখন সেই একই জায়গায় জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত।

একটু ভেবে দেখঃ

- তুমি কি মনে কর তোমার প্রাত্যহিক জীবনে জাতিসংঘ তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে সহায়তা করছে ? কিভাবে?
- জতিসংঘের যে তিনটি কাজকে তুমি সবচেয়ে ভাল মনে কর তা উল্লেখ কর।
- জাতিসংঘের মত একটি সংস্থা আমাদের কেন প্রয়োজন?

নিজেরা করঃ

- এমন দশটি শব্দ লিখ যা দ্বারা তোমার মতে জাতিসংঘের কর্মকাণ্ডকে সর্বোত্তমভাবে বর্ণনা করা যায় বলে তুমি মনে কর।
- জাতিসংঘ কিভাবে অন্যদেরকে প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করে তা বর্ণনা করে একটি চিঠি অথবা একটি কবিতা লিখ। পরের পাতার 'ঘরে ফেরা' গল্পটি থেকে কিছু ধারণা পেতে পার।
- তোমাদের শ্রেণীকক্ষে প্রদর্শনের জন্যে একটি জাতিসংঘের পতাকা তৈরী কর।

জাতিসংঘ বিষয়ক তথ্য

১৯৪৫ সালে যখন জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১ ।

বর্তমানে ১৮৮টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য। শুধুমাত্র স্বাধীন এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দেশসমূহ জাতিসংঘের সদস্য হতে পারে।

জাতিসংঘের কোন সরকারি সংগীত নেই। তবে ১৯৭০ সালে স্পেনের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ পাবলো ক্যাসেল্‌স ইংরেজি কবি ডব্লিউ. এইচ. অডেন কর্তৃক জাতিসংঘের সম্মানে লিখিত স্তবগানটিতে সুরারোপ করেন। একে বলা হয় "জাতিসংঘের স্তবগান।"

২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস, জাতিসংঘের জন্মদিন।
অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিবস যেগুলো জাতিসংঘ পালন করে থাকে ঃ

- আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ)
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস (৫ জুন)
- আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস (৮ সেপ্টেম্বর)
- আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস (সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন শুরুর দিন)
- আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস (১৭ অক্টোবর)
- বিশ্ব এইড্‌স দিবস (১ ডিসেম্বর)
- মানবাধিকার দিবস (১০ই ডিসেম্বর)।

জাতিসংঘের পতাকাটিতে নীল পটভূমির মাঝখানে একটি সাদা প্রতীক রয়েছে। প্রতীকটিতে জলপাই শাখা জড়ানো একটি বিশ্ব মানচিত্র রয়েছে।

ঘরে ফেরা

তেভ সুয়োন (TEV SOEUN) এর স্পষ্ট মনে আছে দিনটির কথা। এটা ছিল ১৯৯২ সালের মে মাসের একটি সকাল। প্রায় আট বছর কাম্বোডিয়ার সীমান্তের কাছে একটি শরণার্থী শিবিরে বসবাসের পর সে বাড়ি ফেরার জন্য বাসে উঠে। আটবছর ধরে ২ নং সাইট বলে পরিচিত শরণার্থী শিবিরই ছিল তার একমাত্র আবাসস্থল।

সুয়োন ছিল ৩,৬০,০০০ কাম্বোডিয়ানদের একজন যারা জাতিসংঘের শান্তি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রত্যাবাসিত হয়েছিল। বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলোর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে তার দেশ ১১ বছরের বেশি সময় ধরে বিভক্ত ছিল। শতসহস্র মানুষ নিহত হয়। বহুলোক স্থানান্তরিত হয়। বহুমাসব্যাপী আলাপ আলোচনার পর ১৯৯২ সালের মার্চে জাতিসংঘ কম্বোডিয়ায় শান্তিমিশন প্রতিষ্ঠা করে।

লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতিসংঘকে শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনা ছাড়াও অনেক কিছু করতে হয়েছিল। বহুবিধ সরকারি অফিস স্থাপন, তাদের কাজ তদারকি করা, যুদ্ধে বিধ্বস্ত রাস্তাঘাট, সেতু, পুনর্নির্মান করা এবং নতুন সরকার গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা - এসবই জাতিসংঘকে করতে হয়েছিল।

এটা ছিল একটি বিশাল কাজ। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে জাতিসংঘ তার অন্যতম বৃহৎ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের আয়োজন করেছিল। এই কার্যক্রমের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে ২২,০০০ সামরিক বেসামরিক লোক সংগ্রহ করা হয়েছিল।

সুয়োন এর মত মানুষ যাতে টিকে থাকতে পারে তা নিশ্চিত করা ছিল বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ। তাদের নতুন জীবনযাত্রার শুরুতে সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক শরণার্থী পরিবারকে, প্রাপ্তির ভিত্তিতে দেয়া হলো খামার-জমি এবং সাথে কিছু নগদ অর্থ। নতুন ঘরবাড়ি তোলার জন্য কিছুলোক পেল গৃহসরঞ্জামাদি । যারা কৃষক নয়, ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করার জন্য তারা পেল নগদ অর্থ। অন্যান্যদের দেয়া হল চাকুরির প্রশিক্ষণ।

সুয়োনের জন্য সবচেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল খাবার। শরণার্থী শিবিরে জাতিসংঘ এবং অন্যান্যরা তাকে খাবার সরবরাহ করত। এখন তাকে কে সাহায্য করবে? সবচেয়ে অভাবীদের জন্য খাদ্র্য সরবরাহ কেন্দ্রস্থাপনের মাধ্যমে এক্ষেত্রে আবারো সাহায্যের হাত বাড়ালো জাতিসংঘ। পুকুর খনন, রাস্তা মেরামত ও স্কুল তৈরী প্রভৃতি কাজের বিনিময়েও মানুষ পেল খাদ্য ।

১৯৯৩ এর মে মাসে জাতিসংঘ কম্বোডিয়াতে জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করে। এটা ছিল একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। শতকরা ৯০ জনের বেশি ভোটার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সুয়োনের জন্যে এটা ছিল প্রথমবারের মত কোন নির্বাচনে ভোটদান।

সুয়োন জানে যে কম্বোডিয়ার মত তার সামনেও রয়েছে অনেক দীর্ঘ ও কঠিন পথ। জাতিসংঘ তাদেরকে নতুন করে জীবন শুরু করার ক্ষেত্রে সহায়তা দিয়েছে। তবে, এই ভিত্তির উপর ভর করে নিজেদেরকে গড়ে তোলা এখন তাদের কাজ।

(জাতিসংঘের তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে রচিত)

২

জাতিসংঘ
পরিবার

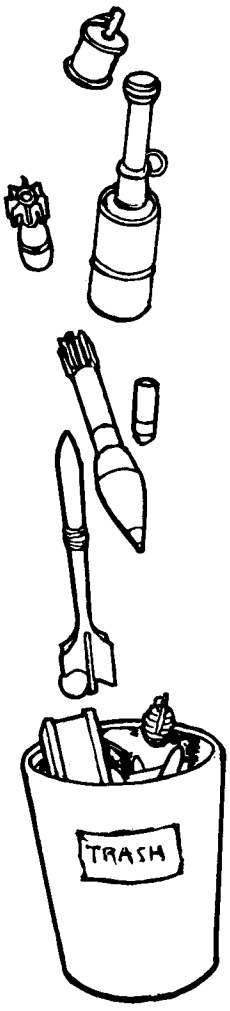

একটু ভেবে দেখঃ

- এলবা গারসিয়া কেন ভাবে যে সে ভাগ্যবতী? তুমি কি তাকে ভাগ্যবতী মনে কর?
- পুরনো অস্ত্র দিয়ে কৃত্রিম অঙ্গ ব্যতীত আর কি কি বানানো যেতে পারে?
- যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলোর জন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীরা আর কি কি করতে পারে বলে তুমি মনে কর?

নিজেরা করঃ

- "শান্তির জন্য সৈনিক" (যে নামে শান্তিরক্ষীদের ডাকা হয়) এবং নিয়মিত সৈনিকদের মধ্যকার তিনটি পার্থক্য তুলে ধর।
- ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তোমাদের মধ্যকার মতপার্থক্য ও যুক্তিতর্ক নিয়ে আলোচনা কর। তারপর পালাক্রমে এক ব্যক্তি ভিত্তিক শান্তিরক্ষী দল গঠন করে যুক্তিসমূহ বিচার বিশ্লেষণ কর এবং তা গ্রহণ বা বর্জনের উপায়সমূহ নির্ধারণ কর।
- কেন রাষ্ট্রগুলোর উচিত নিরস্ত্র হওয়া এবং তাদের সশস্ত্র বাহিনীর আকার ছোট রাখা -এ বিষয়ে একটি বক্তব্য তৈরী কর এবং তা তোমার ক্লাসে উপস্থাপন কর।

জাতিসংঘ বিষয়ক তথ্য

১৯৪৮ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ৫১ টি শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ৭,৫০,০০০ এর বেশি সামরিক কর্মকর্তা ও বেসামরিক পুলিশ এ সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে এবং ১৫০০ শান্তিরক্ষী কর্মী তাদের প্রাণ হারিয়েছে।

১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের সকল শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে খরচ হয়েছিল ১.৩ বিলিয়ন ডলার। এটি সেনাবাহিনীর পিছনে পৃথিবীর এক বছরের খরচের শতকরা ০.২ ভাগেরও কম।

এছাড়া হাজারো বেসামরিক লোকও কাজ করেছে। কম্বোডিয়া, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, মোজাম্বিক এবং প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি অনেক দেশে শান্তি নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ সাহায্য করেছে।

অস্ত্র ক্রয় এবং সেনাবাহিনী প্রতিপালনের জন্য পৃথিবীতে প্রতিবছর প্রায় ৮০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়। তার অর্থ হলো অস্ত্র খাতে পৃথিবীর ব্যয় প্রতি মিনিটে ১ মিলিয়ন ডলার।

প্রতিবছর বিশ্বের ৭০টির মত দেশে পেতে রাখা স্থলমাইনে ১০,০০০ লোক মারা যায়। একটি স্থলমাইন ক্রয় করতে খরচ হয় ৩ থেকে ১০ ডলার অথচ তা সরিয়ে ফেলার খরচ ৩০০ থেকে ১০০০ ডলার।

আলোচনা করতে নেতাদের আমন্ত্রণ জানায়। জাতিসংঘের কোন সেনাবাহিনী বা সামরিক শক্তি নেই।

জাতিসংঘ যে সকল পুলিশ ও মিলিটারী ফোর্স ব্যবহার করে তা সদস্যরাষ্ট্রগুলো প্রদান করে থাকে। অস্ত্রশস্ত্র এবং ভারী যন্ত্রপাতিও সদস্যরাষ্ট্র থেকে আসে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের প্রায়ই নীল শিরস্ত্রাণ বলে ডাকা হয়। এর কারণ, শান্তিরক্ষা বাহিনীর সৈন্যরা আত্মরক্ষার জন্য হালকা অস্ত্র বহন করে এবং নীল হেলমেট পরিধান করে। জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকরা থাকে অস্ত্রহীন; তারা শুধু নীল বেরেট পরিধান করে।

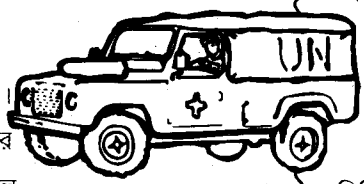

অতীতে শান্তিরক্ষীরা মূলত যুদ্ধরত দেশগুলোর মধ্যে শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু এখন অনেক জাতি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত। এধরণের পরিস্থিতিতে আলোচনার মাধ্যমে দলগুলোর মধ্যে মতবিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা প্রদান এবং যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের নিকট জরুরী মানবিক সাহায্য সরবরাহ করতে জাতিসংঘকে প্রায়ই অনুরোধ জানানো হয়।

কোন দেশ জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত পালন না করলে কি ঘটে?

এরকম পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে। প্রথমতঃ বিষয়টির উপর মতামত প্রদানের জন্য ইহা আন্তর্জাতিক আদালতের নিকট পাঠানো হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ হুমকি প্রদর্শন বা শান্তিভঙ্গ অথবা হিংস্র আচরণের দায়ে দেশটির উপর অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অবরোধ আরোপ করা হতে পারে। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা পরিষদ শক্তি প্রয়োগের অনুমোদন দিতে পারে। কিন্তু এধরণের পদক্ষেপ সাধারণত তখনই নেয়া হয় যখন শান্তিপূর্ণ সকল উপায় ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯০ সালে ইরাক কুয়েত দখলের পর যখন তা ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন নিরাপত্তা পরিষদ সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে কুয়েত থেকে ইরাককে সরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় সকল পন্থা অবলম্বনের ক্ষমতা দিয়েছিল।

শান্তির জন্য জাতিসংঘ আর কি কি করে?

শান্তি রক্ষা করাই জাতিসংঘের একমাত্র কাজ নয়। সামরিক সংঘর্ষের সময়ে এবং পরবর্তীকালে শরণার্থী বা স্থানান্তরিত ব্যক্তিদের বাড়ি ফিরে আসতে জাতিসংঘ সহায়তা করে। জাতিসংঘ স্থলমাইন উদ্ধার, রাস্তাঘাট ও সেতু মেরামত এবং অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তাদানের মাধ্যমে অর্থনীতি পুনর্গঠনে সহায়তা করে। ইহা নির্বাচন তদারকি করে এবং কোন দেশ তার নাগরিকদের মানবাধিকারের প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধাশীল তাও যাচাই করে থাকে। শান্তি বিনির্মাণ বলে পরিচিত এই প্রক্রিয়াটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করার ক্ষেত্রে ৬০ টিরও বেশি দেশকে সহায়তা করেছে।

বিভিন্ন দেশকে তাদের সশস্ত্রবাহিনীর আকার ছোট রাখতে উৎসাহিত করার মাধ্যমেও জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু শান্তিরক্ষা কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে এবং অস্ত্র ধ্বংস করা হয়েছে।

জাতিসংঘ শান্তির জন্য যা করে

কিভাবে জাতিসংঘ শান্তির জন্য কাজ করে?

জাতিসংঘ একটি বিশ্ব ফোরাম হিসেবে কাজ করে যেখানে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো যুদ্ধ ও শান্তি-সংশ্লিষ্ট কঠিনতম প্রসঙ্গ উত্থাপন ও আলোচনা করতে পারে।

সহায়ক শব্দাবলী

(Key Words)

নিরস্ত্রীকরণ (disarm) ঃ অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে ফেলা।

সংলাপ (dialogue) ঃ দুই বা ততোধিক লোকের মধ্যে কথোপকথন।

যুদ্ধবিরতি (ceasefire) ঃ সামরিক কর্মকাণ্ড বা যুদ্ধের অবসান।

হস্তক্ষেপ (intervene) ঃ দুই বা ততোধিক জিনিস, মানুষ বা ঘটনার মধ্যে হস্তক্ষেপ করা।

অবরোধ (embargo) ঃ সরকারি নির্দেশে ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধরাখা বা বিরত রাখা।

বহুজাতিক (multinational) ঃ বিভিন্ন দেশের।

সরকার দলীয় নেতৃবৃন্দ এবং বিরোধী দলীয়রা যখন পরস্পর মুখোমুখী হয় এবং আলাপ আলোচনা করে তখন তাদের মধ্যে একটি সংলাপ প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে মতবিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির পথ সুগম হয়। মাঝেমধ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব নিজে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে এ ধরণের সংলাপের উদ্যোগ নেন।

এসকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে জাতিসংঘ অন্য উপায় অবলম্বন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মতবিরোধ কমাতে সাধারণ পরিষদ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে আহ্বান করতে পারে। যখন জাতিসংঘের মতো অনেকগুলো দেশ এক স্বরে কথা বলে, তখন সরকার তা শুনার জন্য চাপ অনুভব করে। যদি তাতেও বিরোধ নিস্পত্তি না হয় তখন নিরাপত্তা পরিষদ এগিয়ে আসে। যুদ্ধবিরতি আহ্বান করা থেকে শুরু করে একটি দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও সামরিক অবরোধ আরোপ করা সংক্রান্ত নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তগুলো সে দেশের জন্য অবশ্য পালনীয়। যুদ্ধবিরতির পর নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতি পরিদর্শন এবং মতবিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করার জন্য একটি শান্তিরক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে পারে।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রম কি?

শান্তিরক্ষা হলো বিভিন্ন দেশ বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধানে সাহায্য করার জন্য জাতিসংঘের নির্দেশাধীন বহুজাতিক শক্তির ব্যবহার।

বিবদমান দেশ বা গোষ্ঠীগুলোর সম্মতিক্রমে এবং নিরাপত্তা পরিষদের সমর্থনেই কেবল শান্তিরক্ষা বাহিনী গঠিত হয়।

হাসপাতালে নার্সের কাজের সাথে তুমি শান্তিরক্ষাকে তুলনা করতে পার। তুমি যখন সার্জিক্যাল অপারেশনের জন্য হাসপাতালে যাও তখন নার্স তোমার দেহের তাপমাত্রা নেয় এবং তাৎক্ষণিক স্বস্তিদানের উদ্দেশ্যে তোমাকে ঔষধ দেয়। তোমার অবস্থার যাতে আরো অবনতি না হয় তা নিশ্চিত করতে সে অন্যান্য কিছুও পরীক্ষা করে। পরিশেষে যখন তুমি তৈরী তখন সার্জন আসবেন তোমার সমস্যার বিহিত করতে। হাসপাতালের নার্সদের মত শান্তিরক্ষীরাও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সহায়তা করে। বিরোধী শিবিরের সেনাবাহিনী যদি অনড় অবস্থানে থাকে, তাহলে জাতিসংঘ শান্তি প্রস্তাব নিয়ে

গল্প নয়, সত্যি

অস্ত্রের বিনিময়ে অঙ্গ

এলবা গারসিয়া নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করে। কয়েক বছর আগে যখন সে নিকারাগুয়া সীমান্তের কাছাকাছি হন্ডুরাসের ভিতরে জিনিসপত্র বিক্রয় করছিল তখন নিকারাগুয়া সরকার ও বিপ্লবী শক্তিগুলোর মধ্যকার ক্রস্‌ফায়ারের মাঝে পড়ে সে গুলিবিদ্ধ হয় এবং একটি হাত হারায়। পরবর্তীতে দানস্বরূপ একটি কৃত্রিম হাত নিয়ে সে বাড়ি যায়।

কৃত্রিম অঙ্গ অসাধারণ কিছু নয়। হন্ডুরাসস্থ বিশ্ব পুনর্বাসন ক্লিনিক শতশত মানুষকে কৃত্রিম অঙ্গ সরবরাহ করেছে। কিন্তু এলবাকে যে হাত লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল সেটি কোন সাধারণ হাত ছিলনা। এটি তৈরী হয়েছিল বিপ্লবী সৈন্যদের অস্ত্রের টুকরো থেকে, যাদেরকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীরা নিরস্ত্র করেছিল।

১৯৮৯ সালের নভেম্বরে গঠিত মধ্য-আমেরিকার জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকদল (ONUCA) হাজার হাজার নিকারাগুয়ান বিপ্লবীদের নিরস্ত্রীকরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। একসময় যখন নিরস্ত্রীকরণ শেষ হল, ONUCA এর সংগ্রহে তখন অস্ত্রের স্তুপ। ONUCA সিদ্ধান্ত নিল যে হন্ডুরাসের বিশ্ব পূর্ণবাসন ক্লিনিককে দশ টন পুরনো অস্ত্র দেয়া হবে। ক্লিনিকটি এগুলোকে কৃত্রিম অঙ্গ তৈরীর কাজে লাগাল। এলবা ছিল এগুলোর অন্যতম প্রথম গ্রাহক।

এলবার হাতের হুক তৈরীতে একে ৪৭ এসল্ট রাইফেলের একটি লোহার রড সতর্কতার সাথে বাকা করে প্রয়োজনীয় আকৃতি দেওয়া হলো। বহু দিন ফিজিও থেরাপি গ্রহণের মাধ্যমে তাকে কৃত্রিম হাত ব্যবহার করা শিখতে হয়েছিল।

অবশেষে খুব খুশি হলো এলবা । তার কথা হলো,"যে রাইফেল আমাকে আহত করেছিল তা পুনরায় আমার জীবন বদলে দিল এবং আমাকে আমার নতুন হাত দান করলো।"

(জাতিসংঘের তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে রচিত)

৩

শান্তির জন্য জাতিসংঘ যা করে

একটু ভেবে দেখঃ

* জাতিসংঘের কোন অংশটি ম্যাকেই এবং তার পরিবারকে সাহায্য করেছিল?

◎ ম্যাকেই ও তার পরিবারকে সাহায্য করার অর্থ কোথা থেকে এসেছিল? (সূত্রঃ নিচের জাতিসংঘ সম্পর্কিত তথ্য)

◎ তুমি যদি ম্যাকেই এর ১০ বছর বয়সী সন্তান হাসান হতে তাহলে তুমি তোমাদের জন্য জাতিসংঘ কি করুক বলে চাইতে?

নিজেরা করঃ

◎ জাতিসংঘের সকল অংশসমূহ যে সম্পর্কযুক্ত তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রমাণ কর ।

◎ জাতিসংঘ দরিদ্র দেশগুলোকে সাহায্য করতে প্রতিবছর ৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে। জাতিসংঘের এ অর্থ কিভাবে ব্যয় হওয়া উচিৎ বলে তুমি মনে কর? মতামত ও পরামর্শসহ একটি বই লিখ।

◎ তোমাদের এলাকার গৃহহীনদের জন্য আশ্রয়স্থল- এর সাথে যোগাযোগ কর। প্রয়োজনে তুমি তাদের সাহায্যার্থে কি করতে পার বের কর।

সাধারণ পরিষদে প্রতিটি জাতির বলার ও শোনার সুযোগ রয়েছে।

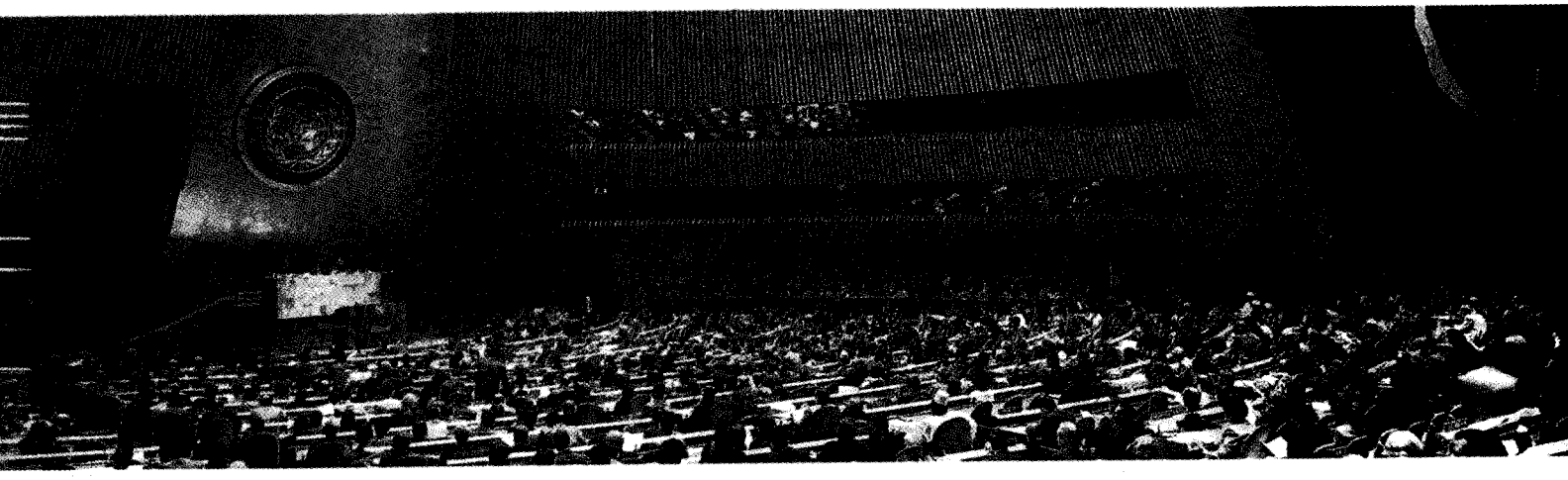

জাতিসংঘ বিষয়ক তথ্য

জাতিসংঘের ১৮৮টি সদস্য রাষ্ট্রের সকলেই জাতিসংঘের সকল কর্মকাণ্ডের ব্যয়ভার বহন করে। জাতিসংঘের আয়ের অন্য কোন উৎস নেই।

১৯৪৫ সালে বিশ্বের অর্ধেক মানুষ বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণাধীন দেশে বাস করত। উপনিবেশ বলে পরিচিত এসকল দেশ মুষ্টিমেয় কিছু পরাশক্তি দ্বারা শাসিত হত। এসকল পরাশক্তিগুলো হল যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, স্পেন এবং পর্তুগাল। জাতিসংঘ, উপনিবেশ ছিল এধরণের ৮০ টিরও অধিক দেশকে স্বাধীন হতে সাহায্য করেছে। বর্তমানে শুধুমাত্র ১.৫ মিলিয়ন মানুষ পরাধীন অঞ্চলে বসবাস করে।

আন্তর্জাতিক আদালতের ভূমিকা কি?

আন্তর্জাতিক আদালত সত্যিকার অর্থেই একটি আদালত। এ আদালত অভিযোগ শোনে এবং রায় প্রদান করে। অবশ্য একটা পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ আদালতের মত কোন ব্যক্তি নয়, কেবলমাত্র রাষ্ট্রগুলোই আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে। একবার কোন রাষ্ট্র আদালতকে একটি মামলা পুনর্বিবেচনা করতে দিতে সম্মত হলে তাকে অবশ্যই আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার অঙ্গীকার করতে হবে।

জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব ঘানার অধিবাসী কফি আনান

আর্ন্তজাতিক আদালত নেদারল্যান্ডের হেগ্ এ সার্বক্ষণিক অধিবেশন বসে। সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ১৫ জন বিচারক নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত। একই দেশ থেকে দু'জন বিচারক নির্বাচিত হতে পারেনা। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে ৯ জন বিচারককে একমত হতে হয়।

জাতিসংঘ সচিবালয় কি?

জাতিসংঘের সদর দফতর নিউইয়র্কে এবং সারাবিশ্বে যারা জাতিসংঘের জন্য কাজ করে তাদের সকলকে নিয়েই গঠিত জাতিসংঘ সচিবালয়। এর প্রধান হলেন মহাসচিব। তার সহযোগিতায় রয়েছেন জাতিসংঘের সকল সদস্যবৃন্দ যারা জাতিসংঘের দৈনন্দিন কর্ম সম্পাদন করেন। সচিবালয়ে অন্তর্ভুক্ত আছে গবেষণাকর্মী, আইন ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ, সম্পাদক, অর্থনীতিবিদ এবং অন্য আরও অনেকে। এদের কাজ হল জাতিসংঘের অন্যান্য অংশের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা, গবেষণা সম্পন্ন করা ও প্রতিবেদন তৈরী করা। এসকল ব্যক্তি নিজের দেশের জন্য নয় বরং জাতিসংঘের জন্য কাজ করে। তারা আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভেন্ট নামে পরিচিত।

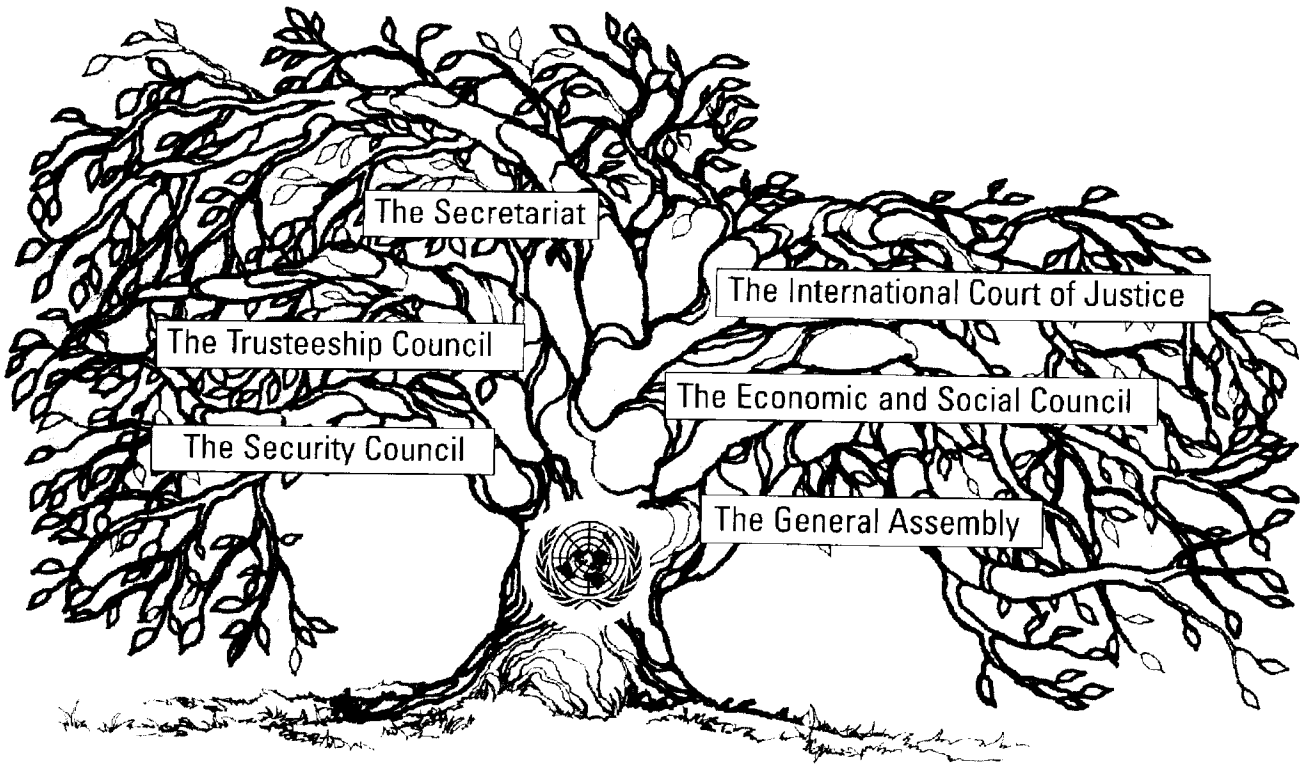

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসংখ্যা ১৫, এর মধ্যে স্থায়ী সদস্য ৫টি । এরা হল চীন, ফ্রান্স, রাশিয়ান ফেডারেশন, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র। অন্য ১০টি অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র সাধারণ পরিষদ কর্তৃক দুবছর মেয়াদে নির্বাচিত হয় এবং তাদের অঞ্চল ভিত্তিতে বাছাই করা হয়। দিন-রাত্রি নির্বিশেষে বছরের যেকোন সময় প্রয়োজনানুসারে নিরাপত্তা পরিষদ সভায় মিলিত হয়। সাধারণ পরিষদে ভোটদান থেকে নিরাপত্তা পরিষদে ভোটদান ব্যবস্থা পৃথক। কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাস করতে হলে পরিষদের ৯টি সদস্যকে "হাঁ" সূচক ভোট অবশ্যই দিতে হবে। কিন্তু ৫টি স্থায়ী সদস্যের যে কোন সদস্য যদি "না" সূচক ভোট দেয় তবে তাকে "ভেটো" বলা হয় এবং সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়না।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ভূমিকা কি?

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে সংক্ষেপে ইকোসক্ (ECOSOC) বলা হয়। ইহা দারিদ্র্য, ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবেশ, শিল্পায়ন প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট। এই পরিষদ সামাজিক প্রসঙ্গ যেমন জনসংখ্যা, নারী ও শিশুদের অবস্থা, গৃহায়ণ, জাতিগত বৈষম্য, অপরাধ, যুব এবং খাদ্য প্রভৃতির সাথেও সংশ্লিষ্ট। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের সম্ভাব্য পন্থা এবং সর্বত্র মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার ক্ষেত্রে ECOSOC পরামর্শ দেয়।

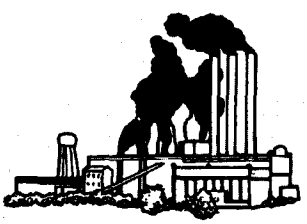

ECOSOC এর সদস্যসংখ্যা ৫৪। সবাই ৩ বছর মেয়াদের জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। পরিষদটি সাধারণত বছরে একবার অধিবেশনে বসে এবং এর সিদ্ধান্তগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়। ECOSOC অনেকগুলো কমিশন, বিশেষায়িত সংস্থা এবং কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে যা বিশেষ প্রকল্পসমূহ সম্পন্ন করতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) একটি বিশেষায়িত সংস্থা । ইহা বিভিন্ন দেশকে তাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে। শিশুদের সাহায্যার্থে নিয়োজিত জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) একটি কর্মসূচি যা সর্বত্র শিশুদের কল্যাণে নিয়োজিত । জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) আরেকটি কর্মসূচি। ইহা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গরীব দেশগুলোকে সহায়তা করে।

দরিদ্র দেশগুলোকে সাহায্য করার জন্যে জাতিসংঘ এর সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ ব্যয় করে।

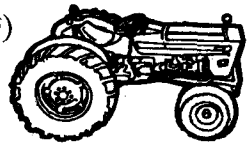

অছি পরিষদের ভূমিকা কি?

জাতিসংঘের সূচনালগ্নে পৃথিবীর কিছু কিছু অঞ্চলের জনগণের নিজেদের সরকার গঠন করার মত স্বাধীনতা ছিলনা। এরকম কিছু সংখ্যক অঞ্চল জাতিসংঘের বিশেষ নিরাপত্তাধীনে আনা হয় এবং এদেরকে বলা হয় অছি এলাকা। এ সকল অছি এলাকার জনগণকে তাদের নিজস্ব পছন্দমাফিক সরকার গঠনে সহায়তা করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের একটি অংশ হিসেবে আছি পরিষদ গঠিত হয়। বর্তমানে সবগুলো অছি এলাকা স্বাধীনতা লাভ করেছে বা অন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সাথে যোগদান করেছে। ফলে আছি পরিষদ নিয়মিত ভিত্তিতে আর সভায় মিলিত হয়না।

জাতিসংঘ পরিবার

জাতিসংঘের প্রধান অংশগুলো কি কি?

জাতিসংঘের ছয়টি অঙ্গ বা প্রধান অংশ রয়েছে। সেগুলো হলো :-

- সাধারণ পরিষদ
- নিরাপত্তা পরিষদ
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
- অছি পরিষদ
- আন্তর্জাতিক আদালত
- সচিবালয়

এ সকল অঙ্গসংগঠন নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদরদফতরে অবস্থিত। ব্যতিক্রম হলো আন্তর্জাতিক আদালত; এটি অবস্থিত নেদারল্যান্ডের হেগ্ শহরে।

সহায়ক শব্দাবলীঃ

(Key Words)

বিশেষায়িত সংস্থা (specialized agency): বিশেষ ধরণের জনসেবায় নিয়োজিত জাতিসংঘের একটি অঙ্গ বা সংস্থা।

প্রতিনিধি দল (delegation): সাধারণত রাষ্ট্রদূত বা তার পদমর্যাদার কারো নেতৃত্বে কোন দেশ বা সংগঠনের প্রতিনিধিত্বকারী একটি দল।

প্রস্তাব (resolution) : কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে একটি গ্রুপ বা রাষ্ট্রগুচ্ছ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত।

বিচার (judgement)ঃ আদালত প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত, পুরস্কার অথবা সাজা।

সাধারণ পরিষদের ভূমিকা কি?

সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের মূল অঙ্গ। গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত যেকোন বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রস্তাবনার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের সকল সদস্যরাষ্ট্র এখানে মিলিত হয়। সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার; অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ট। সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য করা হয় না, তবে এ সিদ্ধান্ত বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রগুলোর সমষ্টিগত মতামত এর প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতিবছর ন্যূনতম তিন মাসের জন্য পরিষদ নিয়মিত সভায় মিলিত হয়। জরুরী সভা যে কোন সময় ডাকা যেতে পারে।

সাধারণ পরিষদে প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট থাকে। এ নিয়ম ছোট বড় সকল রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, চীনের জনসংখ্যা এক বিলিয়নেরও বেশি অথচ এর ভোট একটি। জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রগুলোর সবচেয়ে ছোট রাষ্ট্র হলো নাওরু। এর লোকসংখ্যা মাত্র ১১,০০০; এর ভোটও একটি।

নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা কি?

সাধারণ পরিষদ যেখানে বিশ্বের যেকোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে, নিরাপত্তা পরিষদ সেখানে কেবল যুদ্ধ ও শান্তি সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করে। নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও পালন করতে জাতিসংঘের সকল সদস্যরাষ্ট্র সম্মত হয়েছে।

গল্প নয়, সত্যি

একটি ক্ষুদ্র বিস্ময়

মেরিয়েন স্কার্নবার্গ কেনিয়াস্থ জাতিসংঘ দফতরে কাজ করত। শুরু থেকেই মেকেই হাসানের সাথে তার ভাব জমে উঠেছিল। কেনিয়ার সীমান্তের ঠিক অভ্যন্তরে লিবয়িতে অবস্থিত জাতিসংঘ শিবিরে পৌঁছার পূর্বে ২৮ বছর বয়সী সোমালী মাতা তার পাঁচ শিশু-সন্তানদের সাথে নিয়ে প্রায় একশ কিলোমিটার এর মত পথ হেঁটে পাড়ি দিয়েছিল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবশেষে মেকেই এসে মেরিয়েন এর কোলে ঢলে পড়ল।

মেরিয়েন বহু সোমালি পুরুষ, মহিলা ও শিশুদেরকে খাদ্য এবং আশ্রয়ের সন্ধানে যুদ্ধবিধ্বস্থ বাড়িঘর ছেড়ে কেনিয়াতে অনুপ্রবেশ করতে দেখেছে। মেকেইও যুদ্ধ থেকে পালাচ্ছিল। তাদের দীর্ঘ যাত্রার শুরুতে তার স্বামী তার সাথে ছিল। কিন্তু পথিমধ্যে দুষ্কৃতিকারীরা তাকে মেরে ফেলে এবং তার পরিবারের উটগুলো চুরি করে নিয়ে যায়।

শিবিরের মধ্যে মেকেই সুস্থ হতে শুরু করে। কিন্তু সহায়-সম্বল, পরিবার-পরিজন হারিয়ে সে এতোই বিমর্ষ হয়ে পড়ে যে সে শুধু মরতে চাইত। মেরিয়েন বুঝতে পারে যে, তাকে কিছু একটা করতে হবে। মেরিয়েন জেনেছিল যে মেকেই এর একটি বোন আছে। সেও যুদ্ধ থেকে পালানোর জন্য সোমালিয়া ছেড়েছিল। মেরিয়েন ভাবল, "যদি আমি মেকেই এবং তার বোনকে পুনরায় একত্রিত করতে পারি, হয়ত সে ভাল বোধ করবে।" একদিন সে অন্যান্য শরণার্থীদের কাছে থেকে জানতে পারল যে মেকেই-এর বোন সীমান্তের দিকে আসছে। মেরিয়েন তাকে খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নিল।

মেকেই এর বড় ছেলে ১০ বছর বয়সী হাসানকে সাথে করে মেরিয়েন সীমান্তের দিকে ১৮ কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে গেল। সেখানে কয়েক হাজার শরণার্থী পারাপারের অপেক্ষা করছিল। শরাণার্থীদের ভীড়ের মধ্যে দিয়ে পথ এগুবার সময় সে চিৎকার করে বলছিল, "মেকেই, আমি মেকেই এর বোনকে চাই। তার নাম হারারো। সে কি এখানে আছে?" মাত্র ১০ মিনিটের মত ডাকাডাকি করার পরই মেরিয়েন দেখতে পেল একজন মহিলা ভীড়ের মাঝ দিয়ে আসছে - ও ছিল মেকেই এর বোন হারারো। মেরিয়েন তার ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছিলনা।

মেরিয়েন হারারো, তার স্বামী ও পাঁচজন শিশুকে লিবয়ির জাতিসংঘ শিবিরে ফিরিয়ে আনল। পরিবারটি যখন মেকেই এর বিছানার চারদিকে সমবেত হল, সেটি ছিল বিরল একটি মুহূর্ত। "এই যে তোমার বোন", মেরিয়েন ফিসফিস করে বলল। "আবার তোমার পরিবার হয়েছে। তোমাকে অবশ্যই বাঁচতে হবে। প্লীজ, মরে যেওনা।"

এ যেন প্রায় অলৌকিক একটি ঘটনা। মেরিয়েন মেকেই এর বোনকে খুঁজে বের করলো এবং তার পরিবারকে পুনরায় একত্রে মিলিত করে দিলো। সে মেকেইকে নবজীবন এবং নতুন ভবিষ্যতে আশ্বস্থ করলো। মেকেই আবার সুস্থ হয়ে উঠল।

(জাতিসংঘের তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে রচিত)

নিকারাগুয়ায় নির্বাচন তদারকি

অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন কোন দেশের জনগোষ্ঠীকে তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী সরকার নির্বাচনে সহায়তা করে। নির্বাচন তদারকি করা এবং এগুলোর নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ প্রায়ই প্রতিনিধি পাঠায়। এটা পর্যায়ক্রমে জনগণের শাসন বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

জাতিসংঘ টিভি পরিচালক হিসেবে স্টিভ হোয়াইটহাউসের জাতিসংঘ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার অভিজ্ঞতা প্রচুর। কিন্তু এর কোনটাই ১৯৯০ সালে নিকারাগুয়ার নির্বাচনের অভিজ্ঞতার মত নয়। বহুবছরের গৃহযুদ্ধের পর নিকারাগুয়া তাদের নির্বাচন পরিদর্শন ও তদারকি করার জন্য জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকদের আমন্ত্রণ জানায়। নির্বাচনের ফলাফল সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে এ ধরণের পরিদর্শনের প্রয়োজন ছিল।

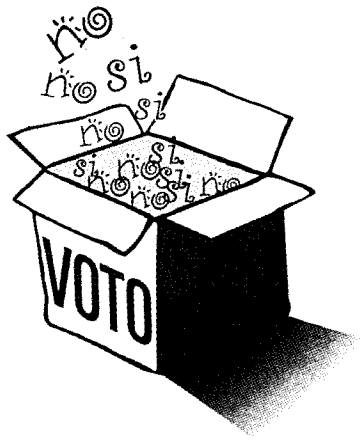

নিকারাগুয়াতে জাতিসংঘ নির্বাচন তদারককারীদের ভূমিকা কি ছিল? স্টিভের বর্ণনায় সেগুলো হলো :

* আগ্নেয়গিরির পাশ ঘেষা পথের মাঝখানে পার্ক করা চার চাকা-গাড়ি থেকে মধ্যরাতে ভোট গণনা বেতারে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা।
* দূর-দূরান্তের স্কুলরুমের মেঝেতে স্লিপিং বেগ পেতে রাত কাটানো।
* ভোট কেন্দ্রে বিদ্যুৎ চলে গেলে যাতে ভোট গণনা বিঘ্নিত না হয় সেজন্য ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে রাখা।

স্টিভ বলেন, "নিকারাগুয়ায় ঐতিহাসিক অবস্থানকালে আমাদের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল যেসকল কাজ করেছে এগুলো তাদের মধ্যে মাত্র তিনটি কাজ।

নির্বাচনের দিন জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক দল কাক ডাকা ভোরে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হতো, প্রত্যক্ষ করতো নিকারাগুয়ানদের লম্বা লাইনে দাড়িয়ে ভোটদানের জন্য অপেক্ষা করার দৃশ্য।। ভোটগ্রহণ শেষে জাতিসংঘ দল নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রগুলোতে ভোট গণনা তদারক করতো । জাতিসংঘের উপস্থিতিকে ধন্যবাদ, কেননা তাদের অবস্থানের ফলে সেখানে তেমন কোন বড় ধরনের সহিংসতা ঘটেনি। ফলাফল ঘোষিত হল। বিরোধী দলের বিজয়ের ঘোষণা দেয়া হলো এবং সবাই তা গ্রহণ করল।

নিকারাগুয়ার জনগণের জন্যও এটা ছিল একটি বিজয়। বহুবছরের সহিংসতার পর এখন তারা শান্তির নতুন ধারার অন্বেষণ করছে।

(জাতিসংঘের তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে রচিত)

৪

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ যা করে

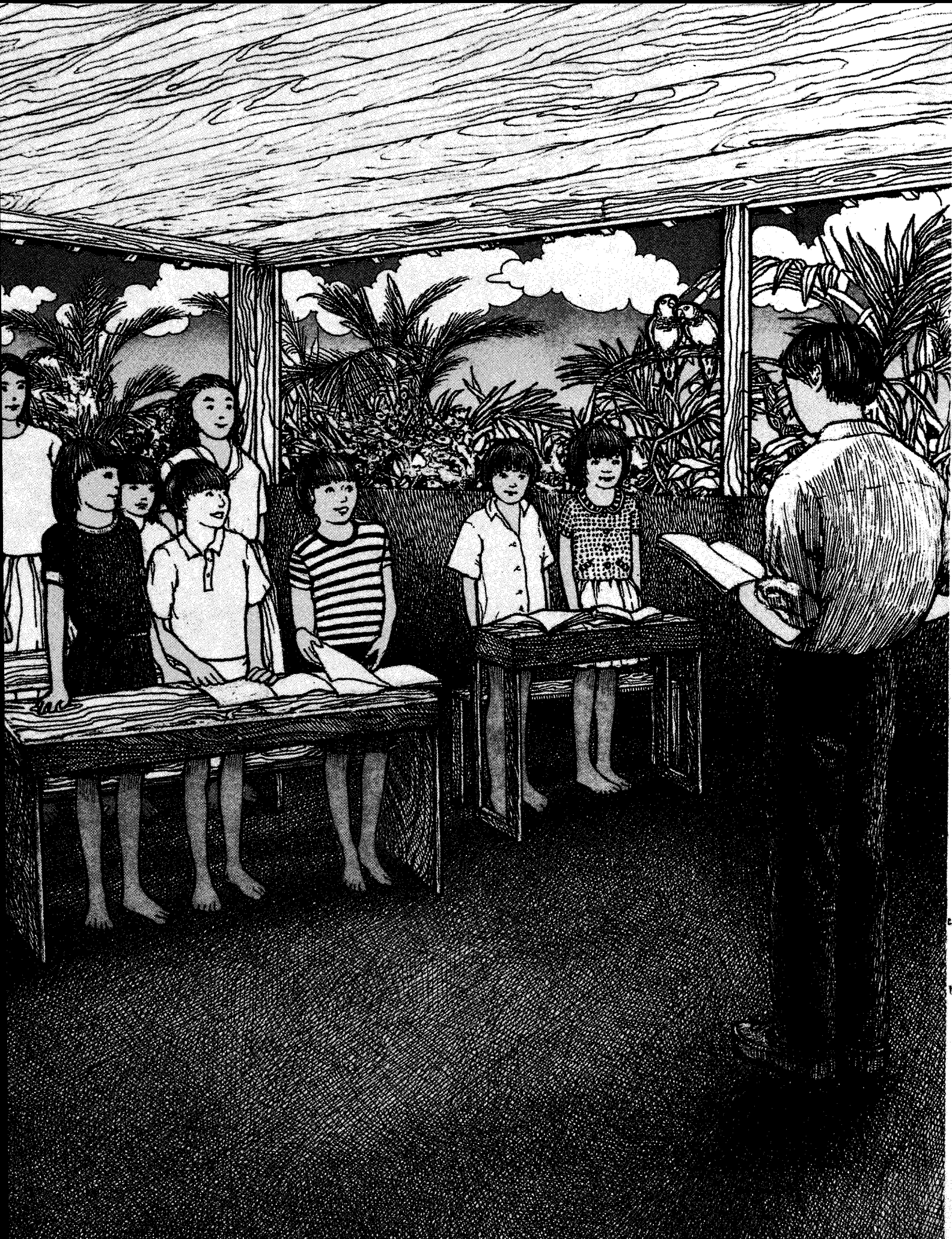

গল্প নয়, সত্যি

শিক্ষার অধিকার

আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা পৃথিবীর প্রাচীনতম জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি । তাদের মানবাধিকারকে সর্বদা পুরোপুরি শ্রদ্ধা করা হয়নি। কিভাবে জাতিসংঘ ইন্ডিয়ানদের একটি দলকে কয়েকটি অধিকার ফিরে পেতে সাহায্য করেছিল, তারই একটি উদাহরণ এখানে দেয়া হল।

গুয়ারানি ইন্ডিয়ানরা বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং প্যারাগুয়ের বাসিন্দা । কয়েক বছর আগে বলিভিয়ার গুয়ারানিদের দলনেতারা জাতিসংঘের নিকট একটি চিঠি পাঠায়। চিঠিতে লিখা ছিল, "বহুবছর আগে যখন প্রথম আমাদের এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমাদের বলা হয়েছিল যে শিক্ষা আমাদের অনগ্রসরতা দূরীকরণে সহায়ক হবে। আমরা ছোট খাট সম্পদ যা পেলাম তা দিয়ে স্কুলভবন তৈরী করলাম এবং সরকারকে দিয়ে শিক্ষক আনালাম। বছর গড়াল, কিন্তু আমরা স্কুলগুলোকে কোন কার্যকরী ফল বয়ে আনতে দেখলাম না।"

স্কুলগুলোতে শিক্ষাদানের পুরোটাই ছিল স্পেনীয় ভাষায়। সরকার ভেবেছিল যে স্পেনিশ ভাষা ইন্ডিয়ান ভাষা থেকে বেশি অগ্রসর এবং ইন্ডিয়ানদের তা শেখা উচিত। দুর্ভাগ্যক্রমে এ শিক্ষার ফল হলো উল্টো। যেসব শিশু নতুন ভাষা রপ্ত করতে পারলনা, শিক্ষকদের অনেকে তাদেরকে নির্বোধ ও অকর্মা বলে গাল দিত। ফলশ্রুতিতে শিশুরা হতো হতাশার শিকার।

১৯৮৯ সালে জাতিসংঘের দু'টি সংস্থা জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) এবং জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন (UNESCO) এ অবস্থা পরিবর্তনে এগিয়ে এল। এ সকল সংগঠনের প্রতিনিধিরা গুয়ারানির লোকজন এবং বলিভিয়ার কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করল। অন্যান্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক কিছু সংগঠনের সহায়তায় তারা গুয়ারানি শিশুদের গুয়ারানি ও স্পেনিশ দুটো ভাষাই শিক্ষার সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে একটি নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন।

উদ্যোগটি ফলপ্রসূ হলো। দেখা গেল যে এক-ভাষা ভিত্তিক স্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে দ্বি-ভাষাভিত্তিক স্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রীরা সকল বিষয়ে উঁচু গ্রেড পেয়েছে। তার ফলে শিক্ষা শেষের পূর্বেই স্কুলত্যাগকরা শিশুর সংখ্যা কমে এল।

গুয়ারানি জনগণ এখন আগের চেয়ে বেশি আশাবাদী। একজন অভিভাবক জাতিসংঘের কাছে লিখেছেন, "আমাদের শিশুরা এখন আগের চেয়ে বেশি শিখছে এবং ভালভাবে শিখছে। এখন তারা নিজেদের ভাষায় কথা বলার জন্য শাস্তি পাচ্ছেনা বরং নির্ভয়ে তাদের নিজেদের ভাব প্রকাশ করতে পারছে।"

(বিশ্বের আদিবাসী জনগণের জন্য আন্তর্জাতিক বর্ষ থেকে সংগৃহীত।)

মানবাধিকারের জন্য জাতিসংঘ যা করে

মানবাধিকার কি?

মানবাধিকার হল সেই সকল অধিকার যা মানুষ হিসেবে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয়। প্রত্যেকেরই সুন্দর ও পরিপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে। এর অর্থ হলো অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ও মৌলিক চাহিদা পূরণ। তাছাড়া মানবাধিকার প্রতিটি ব্যক্তির বিকাশ লাভ এবং সামর্থ্য উন্নয়নেরও ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়।

শিশুদের জন্য মানবাধিকারের অর্থ হলো নিরাপদ পরিবেশ, শিক্ষা, অবসর সময়, স্বাস্থ্যযত্ন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণের সুযোগ। প্রাত্যহিক জীবনে তুমি তোমার সাথের লোকদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে মানবাধিকার সমর্থন করতে পারো ।

আবার তুমি মানবাধিকার বিষয়গুলোতে সমর্থন দেয়ার জন্য স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোতে যোগদান করতে পারো।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা কি?

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকারের ঘোষণা প্রদান করে। এই ঘোষণা জনগণকে নিপীড়ন থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সকল জাতির জন্য একটি মানদণ্ড স্বরূপ। এ ঘোষণায় বলা হয়েছে, মানবাধিকার হল "পৃথিবীতে স্বাধীনতা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং শান্তির ভিত্তি"।

সহায়ক শব্দাবলী
(Key Words)

স্থানান্তরিত (displaced) ঃ যুদ্ধের কারণে বাড়ি থেকে সরে যাওয়া।

আদিবাসী (indigenous people) ঃ স্থানীয় বা স্বদেশী লোক যারা পৃথিবীর প্রাচীনতমদের অন্যতম বলে বিবেচিত।

নাবালক (minor) ঃ বিধিবদ্ধ বয়সের নীচে।

জাতীয়তা (nationality) ঃ মূল দেশ বা মূল জাতি।

মানদণ্ড (standard) ঃ পরিমাপের ভিত্তি বা তুলনা।

লঙ্ঘন(violation) ঃ আইন, নিয়ম বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ; মেনে চলতে অপারগতা।

ঘোষণাটি কোন আইন নয়। এতে জাতিগুলোর কি করা উচিত তা সুপারিশ করা হয়েছে। তবে দু'টি আন্তর্জাতিক কনভেনশন বা চুক্তির মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলো তাদের অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই চুক্তি দু'টির একটি অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অধিকার সংক্রান্ত এবং অন্যটি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত। জাতিসংঘ আরও কিছু মানবাধিকার দলিল প্রণয়ন করেছে।

যে সকল রাষ্ট্র এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে তারা তা মেনে চলতে সম্মত হয়। কোন সরকার তার নাগরিকদের মানবাধিকার রক্ষায় কতটুকু সহায়ক ভুমিকা পালন করছে তা যাচাই করার অধিকার এসকল রাষ্ট্র জাতিসংঘকে প্রদান করে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি এলিনর রোজভেল্ট মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার একজন অন্যতম রূপকার।

মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে রক্ষা পেতে শিশুদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা আছে কি?

বড়দের মত শিশুদেরও মূলত একই অধিকার রয়েছে। কিন্তু যেহেতু তারা অপ্রাপ্তবয়স্ক, তাদের জন্য বিশেষ রক্ষাব্যবস্থা আবশ্যক। শিশু অধিকার সনদটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৮৯ সালে গৃহীত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি বা কনভেনশন।

কনভেনশনটির ৫৪টি ধারায় ১৮ বছরের কমবয়সী যে কোন ব্যক্তির ক্ষুধা ও অভাবমুক্ত, অবহেলা এবং অন্যান্য নিপীড়নমুক্ত পরিপূর্ণ জীবন বিকাশের স্বতন্ত্র অধিকারের কথা বলা হয়েছে। শিশুদের জীবনযাত্রা উন্নয়নে এই সনদটি বিশ্বের সর্বত্র রাষ্ট্রগুলোকে সুনির্দিষ্ট পথ নির্দেশনা দিয়ে থাকে। তবে, শিশু অধিকারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া বা না নেয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা তার জনগণের উপরই নির্ভর করে।

বেঁচে থাকার অধিকার হল সবচেয়ে মৌলিক মানবাধিকার। প্রতিটি শিশুর রয়েছে স্বাস্থ্যকর ও শান্তিময় পরিবেশে বেঁচে থাকা ও বেড়ে উঠার অধিকার; সমাজের একজন প্রয়োজনীয় সদস্য হবার অধিকার। দুর্ভাগ্যক্রমে দারিদ্র্য, রোগবালাই, যুদ্ধ ও নিপীড়নের কারণে প্রতিবছর হাজারো শিশু মারা যায়।

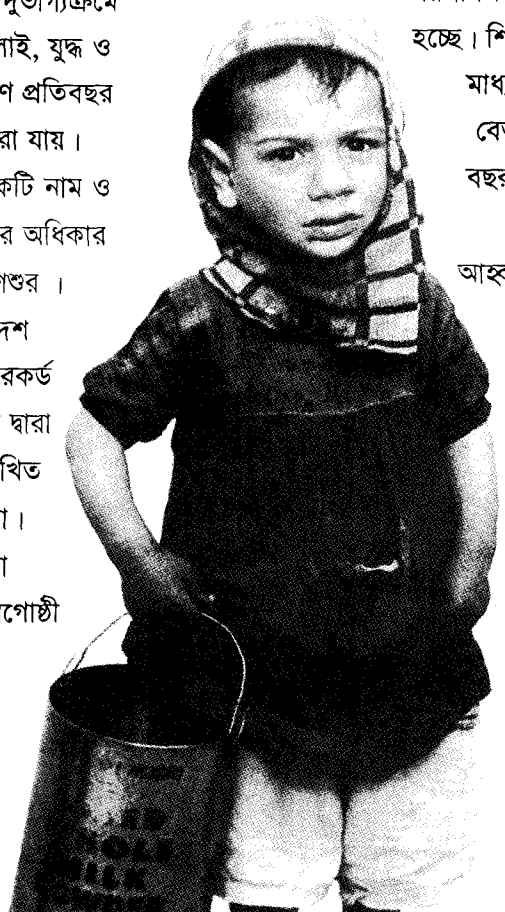

জন্মসূত্রে একটি নাম ও একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে প্রতিটি শিশুর। এমনও অনেক দেশ রয়েছে যেখানে রেকর্ড সংরক্ষণকারীদের দ্বারা জন্ম ও মৃত্যুর লিখিত রেকর্ড রাখা হয়না। শরণার্থী ও শিশুরা কোন্ দেশীয় জনগোষ্ঠী থেকে এসেছে তা প্রায়ই নিবন্ধন করা হয়না। মাঝে মাঝে শিশুদেরকে ক্রয়-বিক্রয়ের সমতুল্য জিনিস এর মত ব্যবহার করা হয়। নাম বা পরিচয়হীন শিশু বৈষম্য অথবা দাসত্বের শিকার হয়।

যুদ্ধের সময় জাতিসংঘ কি শিশুদের রক্ষা করে?

১৯৪৫ সালের আগে যুদ্ধের বেশিরভাগ শিকার হত সৈন্যরা। সেই থেকে এ পর্যন্ত ১৫০ টিরও বেশি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এসকল যুদ্ধে কমপক্ষে ২০ মিলিয়ন লোক মৃত্যুবরণ করেছে এবং আরো ৬০ মিলিয়ন আহত হয়েছে। এক রিপোর্ট অনুযায়ী, এদের মধ্যে ন্যূনতম শতকরা ৮০ ভাগই সৈনিক ছিলনা। প্রকৃতপক্ষে তাদের বেশির ভাগই ছিল মহিলা ও শিশু।

শতসহস্র শিশুকে সৈন্য হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। এদের বেশীর ভাগ বয়োপ্রাপ্ত বালক, তবে অনেক বালিকাও রয়েছে।

শিশুদেরকেও যুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। ধারণা করা হয় যে ২,০০,০০০ এর বেশি ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুকে সশস্ত্র সেনাবাহিনীর অধীনে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে যুদ্ধে শিশুদেরকে ব্যবহার করার বিষয়টি বেআইনি ঘোষণা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ১৫ বছর বয়সের নীচে কেউ যেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে তা নিশ্চিত করতে সনদে রাষ্ট্রগুলোকে আহ্বান জানানো হয়েছে। যুদ্ধের সময় শিশু ও তাদের মায়েদের জন্য বিশেষ রক্ষা ব্যবস্থা এবং ত্রাণ সরবরাহের অনুকূল আইনের প্রতি রাষ্ট্রগুলোকে অবশ্যই শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

একটু ভেবে দেখঃ

- কেন গুয়ারানি ইন্ডিয়ানরা তাদের নিজেদের ভাষায় শিক্ষালাভ করতে চেয়েছিল?
- তুমি কি মনে কর শিক্ষা একটি মানবাধিকার?
- কিভাবে মানবাধিকার রক্ষা করা যায় এবং এর উৎকর্ষ সাধন করা যায় বলে তুমি মনে কর?
- সর্বত্র শিশুদের রক্ষার জন্য আমরা কি করতে পারি? তোমার এলাকায় কি করা যায় বলে মনে কর ?

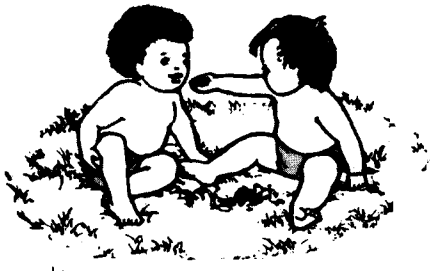

নিজেরা করঃ

- তোমার ক্লাসের জন্য ক্লাসের সদস্যদের সাথে নিয়ে একটি "আচরণ বিধি' তৈরি কর (এমন আচরণ, যা ক্লাসের সদস্যদেরকে সম্মানিত, নিরাপদ, অভ্যর্থিত, পরিপূর্ণ অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবতে সাহায্য করবে)। তোমার আচরণ বিধির সাথে শিশু অধিকার সনদের তুলনা কর।
- শিশু অধিকার সনদের উপর একটি পোস্টার তৈরি কর এবং তাতে রঙ দাও।
- একটি সাময়িকী রাখ এবং পৃথিবীতে শিশুদের কিভাবে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে তোমার ভাবনাগুলো লিখে রাখ। তোমাদের প্রেসিডেন্ট বা জাতিসংঘ প্রতিনিধির নিকট তা পাঠাও।

জাতিসংঘ বিষয়ক তথ্য

১৯৯৭ সালে ২২ মিলিয়নের বেশি লোক শরণার্থী বা স্থানান্তরিত ছিল। যুদ্ধ , রাজনৈতিক অস্থিরতা, গৃহযুদ্ধ, জাতিগত বিদ্বেষ তাদেরকে নিজেদের দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে এবং বিদেশের মাটিতে শরণার্থী হতে বাধ্য করেছিল। জাতিসংঘ শরনার্থীদের নিকট খাদ্য, জরুরী চিকিৎসা সাহায্য সরবরাহ এবং নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করে থাকে।

পৃথিবীর সর্বত্র মেয়েরা বৈষম্যের শিকার। তাদের ভাগ্যে প্রায়ই ছেলেদের চেয়ে কম খাবার জোটে। বহুদেশে তারা ৫-৬ বছর বয়সেই দীর্ঘক্ষণ কাজ করে থাকে। ৬ থেকে ১১ বছরের ৮০ মিলিয়ন বালিকা স্কুলে যায় না। শিশু অধিকার সনদে মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে সরকারকে অধিক অর্থ ব্যয় করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

শিশু মৃত্যুর জন্য দায়ী তিনটি প্রধান রোগ হলো—নিউমোনিয়া (৩.৫ মিলিয়ন প্রতি বছরে), ডায়রিয়া (বছরে ৩ মিলিয়ন) এবং হামরোগ (বছরে এক মিলিয়ন) । এগুলোর প্রত্যেকটি সহজ এবং স্বল্পব্যয়ী পদ্ধতিতে প্রতিরোধ করা সম্ভব । উদাহরণস্বরূপ, ২৫সেন্ট মূল্যের এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে নিউমোনিয়া থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

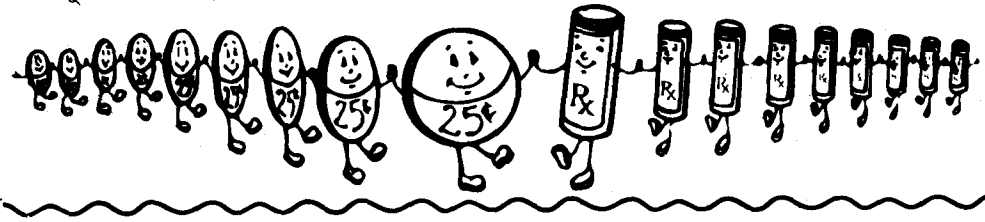

বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু

ছোট্ট একটি আফগান বালিকা জানায় যে, সে তার জীবনে কখনো একটি খেলনার মালিক হতে পারেনি। এ-ই প্রথমবারের মত সে খুশিমনে স্কিপিং রোপ খেলছিল। অন্যান্য আফগান শরণার্থী শিশুরা উল্লসিত হয়ে অল্প দামের পেনসিল, ক্রেয়ন ও নোট বই সম্বলিত উপহারের মোড়কগুলো খুলল। মেয়েরা রিবনগুলো চুলে জড়ালো এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে সেগুলো গর্বের সাথে পরে থাকল।

আফগান শরণার্থী শিশুদের জন্য এ সকল উপহার এসেছিল জাপান থেকে। কয়েক বছর আগে জাতিসংঘ এবং বিশ্ব গার্লস গাইড এসোসিয়েশন একটি "পিস প্যাক" কর্মসূচি চালু করেছিল। এতে সাড়া দিয়ে ৫২টি দেশের মেয়েরা বিশ্বব্যাপী শরণার্থী শিশুদের জন্য ২,৬০,০০০ প্যাকেট সংগ্রহ করেছিল। জাপানের গার্লস গাইড আফগান শিশুদের জন্য উপহার সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিল। ১৯৯৬ সালে ৫০,০০০ এর বেশি জাপানি বালিকা ১৩,৫৩৬ টি প্যাকেট সংগ্রহ করল। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে ৬ জন, শরণার্থী পরিবারগুলোর আবাসস্থল পাকিস্তানের পেশোয়ারে গেল এবং প্যাকেটগুলো বিতরণ করল।

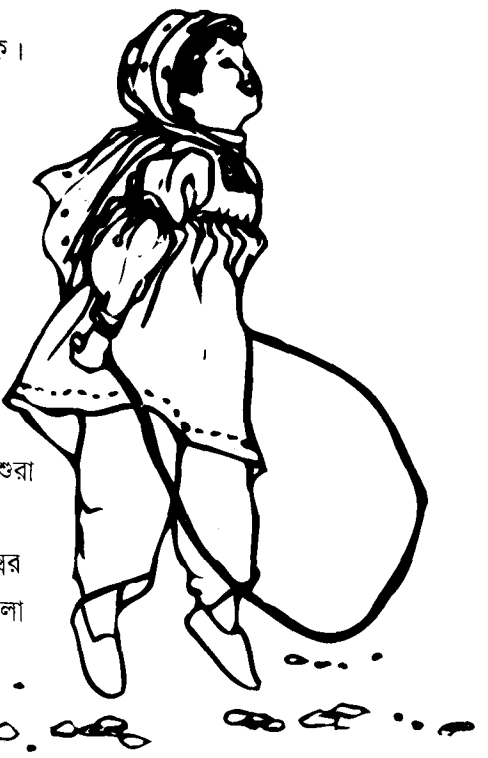

মেয়েগুলো যখন তাদের উপহারের প্যাকেটগুলো হস্তান্তর করল তখন শিশুরা সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। একজন শিক্ষক সেইসব লাজুক প্রকৃতির শিশুদেরকে প্রাণখুলে গান গাইতে দেখে বলে উঠলেন "এসকল বাক্সের মূল্য পরিমাপ করা অসম্ভব। উপহারগুলো দামে সস্তা হতে পারে কিন্তু এগুলো এই শিশুদের পাওয়া সবচেয়ে মূল্যবান সামগ্রী।"

(UNHCR প্রকাশিত শরণার্থী ম্যাগাজিন থেকে সংগৃহীত)

৫

পরিবেশ ও উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ যা করে

গল্প নয়, সত্যি

মরুকরণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস

আফ্রিকার বারকিনা ফাসোর অন্তর্গত ইয়াকো একটি ছোট শহর। এই শহরের একটি মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কুড়াল, দড়ি, কোদাল বহন করে এনে খুব খুশি।

স্কুলটি বারকিনা ফাসোর ফেডারেশন অব ইউনেস্কো ক্লাবস এন্ড এসোসিয়েশন কর্তৃক গঠিত একটি শিবিরের জন্য নির্ধারিত স্থান। ছাত্রছাত্রীরা একটি আন্তর্জাতিক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছে। বহুবছরের খরা ও অতিব্যবহারের পর আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলের বারকিনো ফাসো এবং অন্যান্য দেশগুলোর ভূমি শুষ্ক হয়ে পড়েছে। দ্রুত মরুভূমির বিস্তার ঘটছে। সে সকল মরুভূমির বিস্তার রোধ বা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বৃক্ষ সাহায্য করতে পারে।

ঐ এলাকার দেশগুলো দ্বারা সমর্থিত বারকিনো ফাসো, মালি, নাইজার ও সেনেগালের ইউনেস্কো ক্লাবগুলো মরুভূমির বিস্তার রোধে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইয়াকোর এই আটদিনব্যাপী পুনর্বনায়ন শিবিরে ৫০০ এর বেশি তরুণ সমবেত হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানির মত দূর -দূরান্তের দেশ থেকে এসেছে।

তরুণরা একই বাসস্থান ভাগাভাগি করে থাকে, একে অপরের সম্পর্কে অবগত হয় এবং তাদের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। শিবিরের প্রত্যেকে উত্তেজনায় ভরপুর, কিন্তু তারা তাদের এখানে অবস্থানের মূল কারণটি ভুলে যায়নি। দুই, তিন ও চারটি দলে বিভক্ত হয়ে তারা গাছের চারাগুলো রোপণ করে। এগুলো কানাডার অর্থায়নে একটি প্রকল্পের অধীনে সরবরাহ করা। "নিম" কিংবা "ইন্ডিয়ান লাইলাক" নামে পরিচিত চারাগুলোর বেশি পানির প্রয়োজন হয় না এবং এগুলো তাপের মধ্যেও ভালভাবে টিকে থাকতে পারে। এসকল বৃক্ষ জ্বালানি ও তক্তা তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয় ।

বেলজিয়াম থেকে আগত একজন ছাত্রী কেথেরিনের মতে, "এই প্রথমবারের মত আমার মনে হয়েছে, আমি কল্যাণকর কিছু করছি। আমি নিজে খেটে কিছু করতে চাই কারণ, এখানে অনেক কিছুই করার রয়েছে। দলের বাকি সবাই কেথেরিনের মত উত্তেজনায় ভরপুর। বারকিনা ফাসো থেকে আগত টিমোথি মনে করে, এ অভিজ্ঞতা তাকে বদলে দিয়েছে। "আমার মনে হয় আমি সত্যিই সেই ধরণের এলাকায় বসবাসের মাধ্যমে বড় হয়েছি যেখানে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের জন্য অনেক সুযোগ রয়েছে।"

একসময় যখন ইয়াকোতে শিবিরের কার্যক্রম শেষ হবে, দলটি তখন টোগোতে যাবে। সেখানে তারা একই ধরনের প্রকল্পে কাজ করবে। তাদের অনেক কিছু দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু এখনো অনেক কিছু করারও বাকি।

(UNESCO উৎস থেকে সংগৃহীত)

পরিবেশের জন্য জাতিসংঘ যা করে

পরিবেশ কি? কিভাবে এটা উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত?

আমরা যেখানে বাস করি সেটাই হল পরিবেশ। আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসে যে বায়ু গ্রহণ করি, যে পানি পান করি, যে মাটি আমাদের ফসল ফলায় ও খনিজ লবণ দেয়—আমাদের চারপাশের জীবন্ত সবকিছুই হল আমাদের পরিবেশ। আমাদের জীবনমান উন্নত করতে গিয়ে আমরা এসকল সম্পদ দ্বারা যা করি তাই হল উন্নয়ন। বিশ্বময় আমরা এমন কিছু কাজ করি যা আমাদের জীবনকে আরো উন্নত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু আমরা যা কিছু করি তাই আমাদের পরিবেশে পরিবর্তন আনে।

পৃথিবীতে ব্যবহৃত তেল, গ্যাস ও কয়লা প্রভৃতি সকল শক্তির শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ ভোগ করে ধনী দেশগুলো।

উদাহরণস্বরূপ , কয়লা ও তেল পুড়িয়ে যেসব দেশে শক্তি উৎপাদন করা হয় সেখানে আমরা আলো জ্বালিয়ে, ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করে বা স্টেরিওতে গান শুনে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড এর পরিমাণ বৃদ্ধি করি। কোন বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যে বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে আমরা যখন গাড়িতে আরোহণ করি, আমাদের ব্যবহৃত জ্বালানি থেকেও তখন বায়ুদূষণকারী কার্বন এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থ নির্গত হয়। গাড়ি ধোয়া বা লনে পানি দেয়া বা খামার জামিতে সেচ প্রদানের জন্য আমরা কলের পরিষ্কার পানি ব্যবহার করি। এ পানির পরিমাণ ক্রমশঃ কমে আসছে।

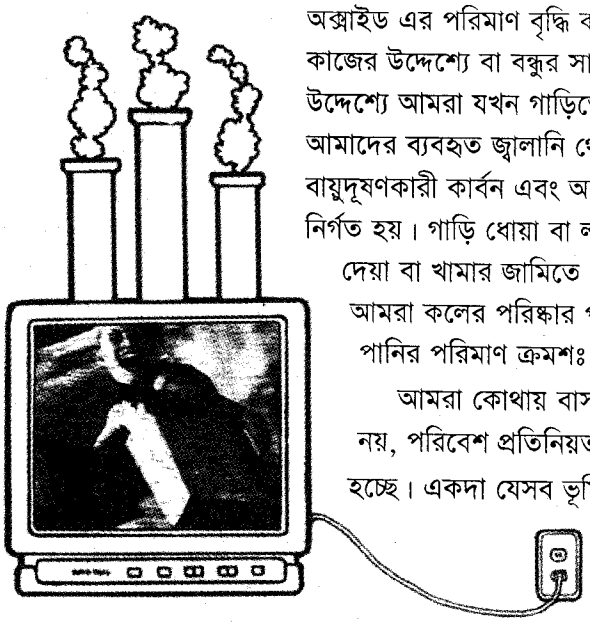

আমরা কোথায় বাস করি তা কোন বিষয় নয়, পরিবেশ প্রতিনিয়তই সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। একদা যেসব ভূমি সবুজ ছিল তা মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। বনানী অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এবং পানি ও বায়ুদূষণ সকল জাতির প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা যদি পরিবেশ থেকে এসকল সম্পদ পেতে চাই তাহলে পরিবেশকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা আমাদেরই দায়িত্ব।

সহায়ক শব্দাবলী

(Key Words)

পুনর্বনায়ন ঃ যে সকল ভূমি একসময় বনানী ছিল তাতে পুনরায় নতুন বৃক্ষ রোপণ।

কাঁচামাল ঃ যে সব পদার্থ থেকে উৎপন্ন সামগ্রী তৈয়ার করা হয়।

শিল্প ঃ উৎপাদন ও ব্যবসা।

প্রজন্ম ঃ পিতামাতা ও শিশুর মাঝে গড় বয়সের পার্থক্য।

উন্নয়নশীল দেশঃ যে দেশ বিকশিত বা অগ্রসর হতে শুরু করেছে।

আমাদের পরিবেশকে রক্ষার জন্য জাতিসংঘ কি ধরণের সহায়ক ভূমিকা রাখছে ?

জাতিসংঘ "টেকসই উন্নয়ন" এর উদ্দেশ্যে কাজ করতে জাতিসমূহকে একত্রিত করছে। এর অর্থ এই যে, ভবিষ্যত প্রজন্মের নিজেদের চাহিদা মেটানোর সামর্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে এই উন্নয়ন যাতে আমাদের বর্তমান চাহিদা পূরণ করতে পারে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সম্পর্কিত কর্মসূচি প্রণয়ন ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৭২ সালে পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) গঠন করে। ইহা পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে জাতিগুলোর কি ধরণের ভূমিকা গ্রহণ করা উচিৎ তার উপর কয়েকটি আন্তর্জাতিক চুক্তি গঠনে সাহায্য করেছে।

১৯৯২ সালে জাতিসংঘ "ধরিত্রী সম্মেলন" নামে পরিচিত পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনে এজেন্ডা ২১, গৃহীত হয়। এই এজেন্ডা হলো একটি কর্মপরিকল্পনা যাতে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন অর্জনের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহের বিবরণ দেয়া আছে। বিশ্বব্যাপী ১৮০০ এর বেশি শহর ও নগর তাদের নিজস্ব স্থানীয় এজেন্ডা ২১-গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমন কমিয়ে আনার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ সহায়তা করেছে।

এজেন্ডা ২১এ উল্লেখিত চুক্তিসমূহ সরকার কিভাবে পালন করছে তা তদারকি করার জন্য জাতিসংঘ দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি কমিশনও গঠন করেছে।

জাতিসংঘ কি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে? কিভাবে?

জাতিসংঘের অন্যতম লক্ষ্য হল দরিদ্রদের উন্নত জীবন যাপনে সাহায্য করা এবং রোগ ও অশিক্ষা দূর করা। এই লক্ষ্য অর্জনে জাতিসংঘ বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

সর্বপ্রথমে জাতিসংঘ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দরিদ্রতর দেশগুলোকে সহায়তা দানের ব্যাপারে ধনী দেশগুলোকে উৎসাহিত করে। অর্থ ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে ধনী দেশগুলো তা করতে পারে। দরিদ্র দেশগুলোকে তাদের সাথে বাণিজ্য করার সুযোগ দিয়ে তারা বিষয়টি সহজতর করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, জাতিসংঘ নিজেই প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘের সম্পদের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই দরিদ্র দেশগুলোর রাস্তা ও সেতু নির্মাণ, স্কুল ও কারখানা স্থাপন, রোগ দমন এবং পরিষ্কার পানি পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেন-এ জাতিসংঘ একটি বিশ্ব সামাজিক উন্নয়ন সম্মেলনের আয়োজন করে। সেখানে ১১৭টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানগণ দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করতে সম্মত হয়েছে।

জাতিসংঘ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কি সফল হয়েছে?

পৃথিবীতে এখনও দরিদ্র লোকের সংখ্যা প্রচুর । পৃথিবীর প্রতি ৬ জনের একজন লোক প্রতিদিন এক ডলারের কম আয় করে। তাদের অনেকেরই আশ্রয়, যথেষ্ট খাদ্য বা নির্মল পানি নেই। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য জাতিসংঘ নতুন কর্মস্থান ও রপ্তানির মাধ্যমে আয় বাড়াতে দরিদ্র দেশগুলোকে সাহায্য করছে। ব্যবসা শুরু করার জন্য এবং নতুন করে গৃহনির্মাণের জন্য দরিদ্র লোকদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ দেয়ার লক্ষ্যে জাতিসংঘ অর্থ সংগ্রহও করে থাকে।

আরো কিছু উপায়ে জাতিসংঘ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ইহা গুটিবসন্তের মতো একটি মারাত্মক রোগ নির্মূলে সহায়তা করেছে ; আরেকটি মারাত্মক রোগ এইডসের প্রতিকার খুঁজে বের করতে পৃথিবীব্যাপী প্রচারাভিযানে নেমেছে। বিশুদ্ধ খাবার পানি এবং শিশুদের প্রতিষেধক দেয়ার ব্যাপারে জাতিসংঘ জনগণকে সাহায্য করে থাকে। কোথাও বন্যা বা ভূমিকম্প হলে জাতিসংঘ তাৎক্ষণিক জরুরী সাহায্য পাঠায়। যুদ্ধ থেকে রক্ষা পেতে যেসকল শরণার্থী ঘর ছেড়ে পালায়, তারা জতিসংঘের আশ্রয় খুঁজে নেয়।

পৃথিবীতে ৮০০ মিলিয়নেরও বেশি ক্ষুধার্ত মানুষ রয়েছে যাদের বেশীরভাগই হল মহিলা ও শিশু।

জাতিসংঘের কর্মকাণ্ড থেকে কি ধনীদেশসমূহের জনগণও উপকৃত হয়?

জাতিসংঘের সবচেয়ে জরুরী কাজ হল শান্তি বজায় রাখা। শান্তি বিরাজ করলে সবাই লাভবান হয়। একইভাবে, পরিবেশ রক্ষার্থে জাতিসংঘের কর্মকাণ্ড থেকে সবাই উপকৃত হয়।

যেখানেই বসবাস করিনা কেন, জাতিসংঘের কর্মকাণ্ড আমাদের প্রত্যেকের জন ব্যক্তিগতভাবে উপকার বয়ে আনে। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত নিয়ম কানুনের কারণে আকাশভ্রমণ আজ অনেক নিরাপদ। চিঠিপত্র প্রেরণ ও গ্রহণ আগের চেয়ে সহজতর । আবহাওয়ার পূর্বাভাষও অনেক নির্ভুল। আরেকটি হল পরিসংখ্যান, যেখানে জাতিসংঘ আমাদের সবাইকে বিশেষত ছাত্র, ও গবেষণা কর্মীদের উপকৃত করেছে। জাতিসংঘ জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও মানুষের অন্যান্য কার্যাবলী সংক্রান্ত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান- তথ্য সরবরাহ করে।

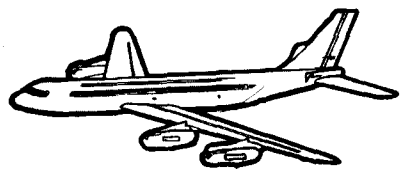

একটু ভেবে দেখঃ

- গল্পের শিশুরা নতুন করে বনায়নের ব্যাপারে এত উৎসাহ কেন অনুভব করেছিল বলে তুমি মনে কর ? তোমার এলাকায় তুমি কি তা করতে পারবে?
- কোন পরিবার যদি দরিদ্র হয় এবং তাদের রান্নাবান্নার জন্য জ্বালানির দরকার পড়ে, তারা তখন পরিবেশের ক্ষতিসাধনের কথা না ভেবেই তাদের নজরে পড়ে এমন যে কোন গাছ কেটে ফেলতে পারে । এব্যাপারে কি করা যেতে পারে?
- আমাদের এলাকায় বা অন্যত্র দারিদ্র্য নিমূর্লের ক্ষেত্রে আমরা সবাই কি কিছু করতে পারি? কয়েকটি উদাহরণ দাও।

নিজেরা করঃ

- ব্যাগ অথবা বোতলের মত জিনিস যা তুমি পুনরায় ব্যবহার করতে পার সেগুলোর একটি দৈনিক তালিকা রাখ। শুরুতে কি জন্যে জিনিসগুলো ব্যবহৃত হতো এবং এখন তুমি কি কাজে তা পুনরায় ব্যবহার করলে তা লিখে নাও। মাসের শেষে তুমি পুনর্ব্যবহারযোগ্য বস্তু এবং তাদের ব্যবহারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পেরেছ কি না তা লক্ষ্য কর।
- স্থানীয় পরিবেশ সম্পর্কে তোমার কি ধারণা এবং সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কি করা যেতে পারে, তা জানিয়ে তোমার শহরের মেয়র কিংবা তোমার গ্রাম প্রধানের নিকট একটি চিঠি লিখ।
- তোমার স্কুলে একটি জাতিসংঘ ক্লাব স্থাপন কর। কোন নির্দিষ্ট দেশের শিশুদের জন্য (উদাহরণ স্বরূপ রুয়ান্ডার স্থানান্তরিত শিশুদের জন্য) তহবিল গঠনের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে তোমার বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানাও।

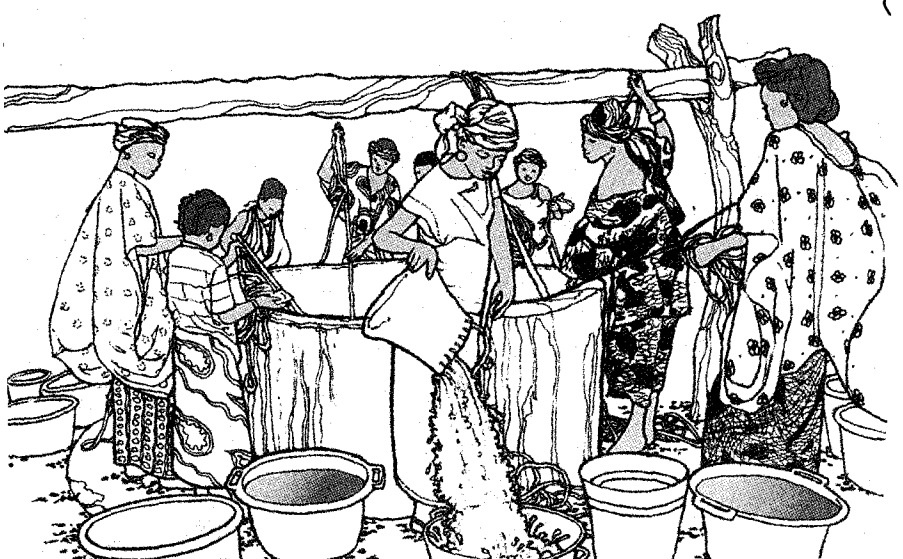

জাতিসংঘ বিষয়ক তথ্য

বিশ্বের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগের বেশি লোক বিশুদ্ধ পানি পায়না। দূষিত পানি পান করে প্রতিদিন প্রায় ২৫,০০০ লোক মৃত্যুবরণ করে। ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ বিশ্বের দরিদ্রতমদের কাছে বিশুদ্ধ পানি পৌঁছে দেয়ার একটি কর্মসূচি শুরু করে। এযাবৎ এই কর্মসূচির মাধ্যমে ১.৩ বিলিয়ন লোকের নিকট নিরাপদ খাবার পানি পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

জাতিসংঘ চায় প্রতিটি শিশু ছয়টি মারাত্মক রোগের প্রতিষেধক গ্রহণ করুক। এ রোগগুলো হল ডিপথেরিয়া, গুটিবসন্ত, হুপিং কাশ, পোলিও, যক্ষা এবং টিটেনাস। জাতিসংঘের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে প্রতিবছর ৩ মিলিয়নের বেশি শিশু এখন নিরাপদ।

আগের চেয়ে অধিক সংখ্যক মেয়ে এখন স্কুলে যায়। জাতিসংঘ মেয়েদের জন্য অধিক অর্থ ব্যয়ে করার ক্ষেত্রে বিশ্বাসী। একটি দেশের ভবিষ্যতের জন্য এটি একটি ভাল বিনিয়োগ।

বিশ্বে প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ অর্থাৎ প্রতি ৬ জনের একজন লিখতে বা পড়তে পারেনা। এদের প্রায় সকলেই উন্নয়নশীল (অর্থাৎ দরিদ্র) দেশে বসবাস করে। এসকল দেশ সেনাবাহিনীর পিছনে যে অর্থ ব্যয় করে তার শতকরা ৪ ভাগ শিক্ষার পিছনে খরচ করলে বয়স্কদের অশিক্ষা অর্ধেক কমে যাবে।

৬

আমরা কি করতে পারি?

What
Can
Do?

আমরা কি করতে পারি?

কাগজ এবং ক্যান রিসাইক্লিং-এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দ্বারা সুইডেনের স্কুলের শিশুরা কোস্টারিকাতে ৬৫,০০০ হেক্টর (প্রায় ১,৬০,০০০ একর) বনভূমি ক্রয় করেছে এবং তা সংরক্ষণ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সির একটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদের ফলে ক্যাফেটারিয়াতে ফেলে দেয়ার যোগ্য প্লাস্টিকের তৈরি ট্রে-এর পরিবর্তে কাগজের তৈরি ট্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত পূর্ব কালিমানটান-এ স্থানীয় স্কাউটরা আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া ১,২০০ একরের একটি বনভূমিতে পুণরায় গাছ লাগিয়েছে।

নাইজারের লেমোর্ডে স্কুলের শিশুরা তাদের স্কুলপ্রাঙ্গণে বর্ষাকালে ধান ও মিলেট ফলায়, শুষ্ক মওসুমে শাকসবজি জন্মায়।

বিশ্বব্যাপী স্কুলের শিশুরা যেসকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে সেগুলোর কয়েকটি উদাহরণ উপরে উল্লেখিত হলো। তোমরা নিজেরা যাতে তোমাদের স্কুলে বা এলাকায় এধরনের প্রকল্প গ্রহণ করতে পার সেজন্যে নীচে কিছু পরামর্শ দেয়া হলো।

আমাদের পরিবেশ রক্ষা করা

বুদ্ধিমত্তার সাথে কাগজ ব্যবহার কর। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখ।

পুকুর ও নদীগুলোকে রক্ষা কর। সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণের সময় সেটি পরিচ্ছন্ন রাখ।

শক্তি সঞ্চিত রাখ। অপ্রয়োজনে বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়ে দাও।

পানি সঞ্চয় কর। তোমাদের গৃহের পানির কলে ফুটো থাকলে কিংবা পাইপ লাইন ভাঙ্গা দেখলে বড়দের বলো, তারা সেটি মেরামত করে নিবে।

গাছের যত্ন নাও। নতুন গাছ লাগাও এবং এগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা কর।

প্রতিবেশীর এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখতে তোমাদের ন্যাচার ক্লাব থেকে তোমাদের বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানাও।

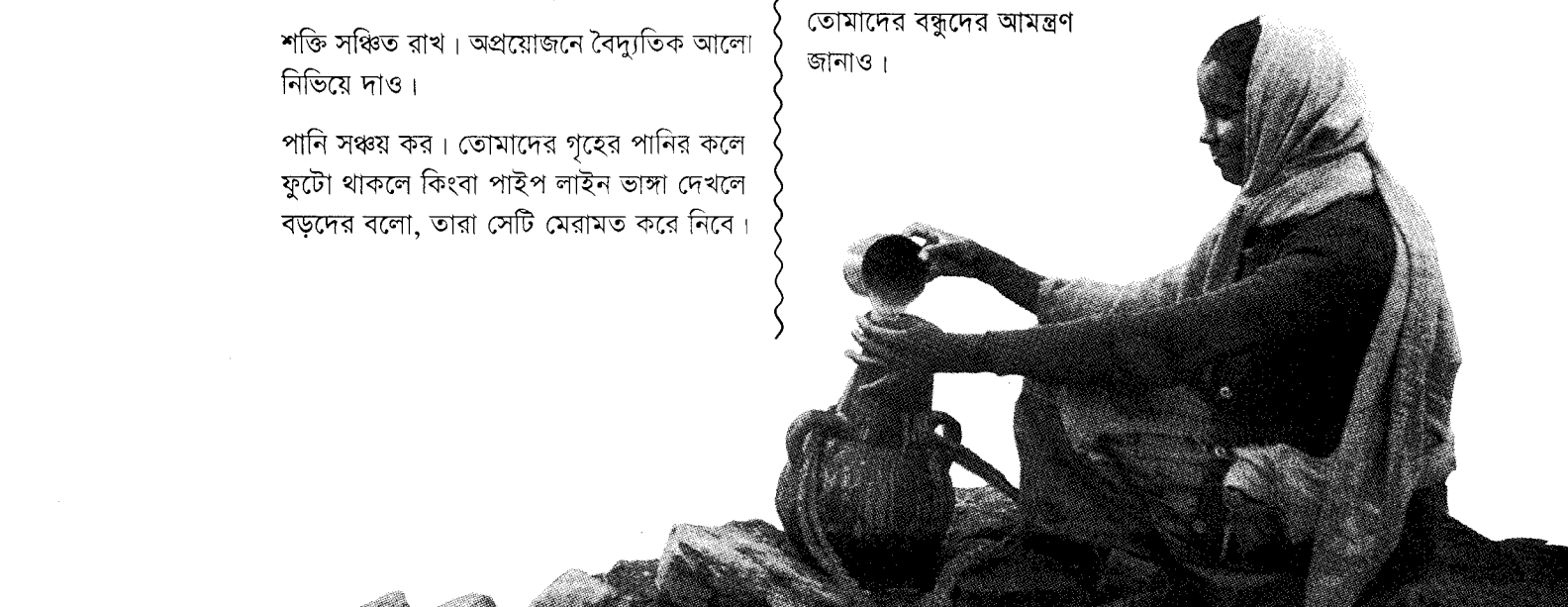

শান্তি ত্বরান্বিত করা

বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্বকলহ সম্বন্ধে পড় এবং জান। সম্ভাব্য সমাধানের ব্যাপারে তোমার বন্ধু ও সহপাঠীদের সাথে আলোচনা কর। তোমাদের প্রেসিডেন্টের নিকট বা জাতিসংঘ দূতের নিকট তোমার পরামর্শ জানিয়ে একটি পত্র লিখ।

তোমাদের প্রতিবেশী এলাকার দিকে নজর দাও। সেখানে বিদ্যমান দ্বন্দ্বগুলো চিহ্নিত কর। সম্ভাব্য সমাধান বের করতে অন্যান্যদের নিয়ে মাথা খাটাও।

বিশ্বের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত মানুষের জন্য একটি পোশাক সংগ্রহ অভিযান চালাও। অভাবী লোকদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কোট, টুপি, গ্লাভস, মোজা ও কম্বল সংগ্রহ কর।

তোমাদের স্কুলে কিংবা কমিউনিটিতে একটি উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে ২৪ শে অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস উদ্‌যাপন কর।

মানবাধিকার রক্ষা করা

এমন একটি সমাজ গঠন কর যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় না।

স্থানীয় কোন বীর কিংবা প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ কর। তাঁকে নিয়ে হাঁটা প্রতিযোগিতা, সংগীতানুষ্ঠান বা খেলাধুলা প্রভৃতির মাধ্যমে তহবিল গঠন কর এবং মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতার বিস্তার ও অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা নাও। তোমাদের এলাকায় যেসব শিশুর মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ হচ্ছেনা তাদের সাহায্যার্থে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহার কর।

মানবাধিকার বিষয়ের উপর অধিকসংখ্যক বই রাখার জন্য তোমার স্কুলের বা স্থানীয় লাইব্রেরিগুলোকে উদ্বুদ্ধ কর।

মানবাধিকার এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচিত্রব্যাখ্যা প্রদান করে একটি আলোকচিত্র বা পেইন্টিং প্রদর্শনী কিংবা প্রতিযোগিতার আয়োজন কর।

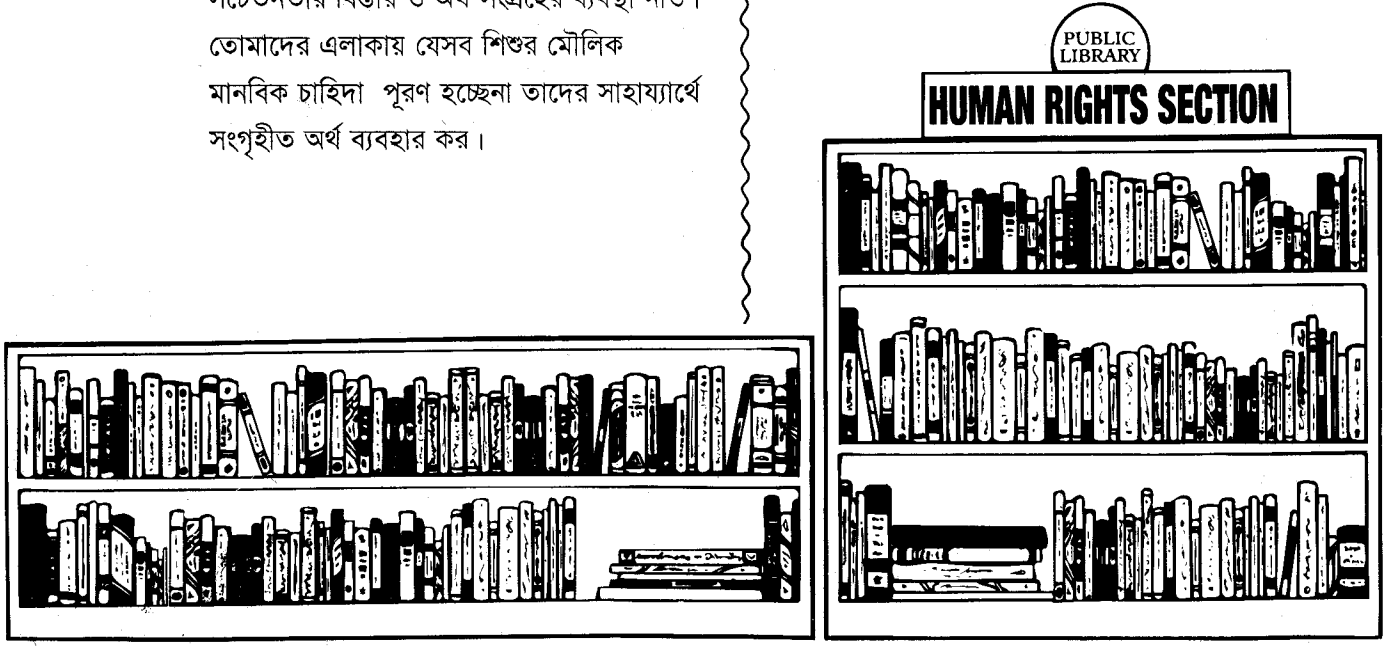

যেভাবে জাতিসংঘ দিবস পালন করা যায়

স্কুলে ঃ তোমরা স্কুল কিংবা ক্লাসরুমে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে জাতিসংঘ দিবস উদ্‌যাপন করতে পার। বিভিন্ন জেলা থেকে আসা ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় পোশাক পরিধান করতে পারে, জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারে কিংবা তারা শুধু তাদের নিজের দেশের গল্প বলার মাধ্যমে ভাবের আদান প্রদান করতে পারে।

শান্তিরক্ষা, টেকসই উন্নয়ন এবং মানবাধিকার প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে জাতিসংঘের কি ভূমিকা এ বিষয়ের উপর তুমি একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করতে পার। তোমাদের পছন্দের বিষয়বস্তুর উপর বক্তৃতা দেয়ার জন্য একজন **অতিথি বক্তা** আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা **বিভিন্ন দেশের পতাকা তৈরি** করতে পারে এবং লাইব্রেরিগুলো বিভিন্ন সংস্কৃতির উপর পুস্তক প্রদর্শনী করতে পারে। তোমাদের ক্লাসের **দেয়াল পত্রিকা** কিংবা স্কুলের পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা বের করার ইচ্ছেও তোমাদের হতে পারে।

তোমাদের যদি ভিডিও সুবিধা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকে তবে তোমাদের শিক্ষককে বলো স্থানীয় লাইব্রেরি কিংবা নিকটস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র থেকে একটি **চলচ্চিত্র ধার করতে**।

জাতিসংঘের প্রতি জোরালো সমর্থন সুপারিশ করে তোমরা স্বতন্ত্রভাবে **স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে চিঠিও লিখতে** পারে।

এলাকায় ঃ পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান, সম্মেলন ও আলোচনা সভা, আন্তর্জাতিক সঙ্গীত উৎসব, শিল্প মেলা, বই মেলা ও খাদ্য মেলা জাতিসংঘ দিবস উদ্‌যাপনের কয়েকটি সনাতন ইভেন্ট।

জাতিসংঘ দিবস উদ্‌যাপনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে তোমাদের স্থানীয় সরকার **জাতিসংঘ দিবসের একটি বিশেষ ঘোষণা** প্রদানের ব্যাপারে উৎসাহিত হতে পারে। বেসরকারি সংগঠনগুলো মানবাধিকার এর প্রতি সম্মান এবং শান্তি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান এর জন্য জাতিসংঘ দিবস পুরস্কার এর ঘোষণা দিতে পারে।

অনেক দেশ বৃক্ষরোপণ, অভাবীদের জন্য বই ও কাপড় সংগ্রহ, আন্তর্জাতিক মানবিক সাহায্যের জন্য তহবিল গঠনের মাধ্যমে **জাতিসংঘ দিবস উদ্‌যাপন করে**। মাঝেমাঝে জাতিসংঘের নামে কোন রাস্তা বা পার্কের নামকরণ করে এবং জাতিসংঘ দিবস স্মারক ডাকটিকেট ও মুদ্রা চালু করার মাধ্যমে সরকারসমূহ জাতিসংঘ দিবস উদ্‌যাপন করে।

পোস্টার ছবি ও পুস্তিকার জন্য নিকটস্থ জাতিসংঘ আফিস এর সাথে যোগাযোগ কর। কোথায় লিখতে হবে যদি তা না জান তাহলে নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করঃ

Public Inquiries
United Nations, GA-57
New York, NY 10017, U.S.A.
Tel: 212-963-4475/9246
Fax: 212-963-0071
E-mail: inquiries@un.org
বা
UN Information Centre (UNIC)
IDB Bheban, Sher-E-Banglanagar, Dhaka.
Tel: 8118600, Fax: 8112343
e-mail: unichdha@citechco.net

সহায়ক শব্দ অনুসন্ধান (KEY WORD SEARCH)

(সহায়ক শব্দগুলোর চারদিকে বৃত্ত আঁক, অন্যান্য কি কি গুরুত্বপূর্ণ শব্দাবলী তুমি খুঁজে পাও)
Circle the words. What other important words can you find?

R	P	E	A	C	E	O	A	K	M	N	A	S	Q	O
C	E	H	U	M	A	N	R	I	G	H	T	S	S	M
D	K	S	J	L	D	I	S	A	R	M	E	D	N	L
E	B	I	O	F	L	X	R	M	P	F	D	Y	O	N
N	E	L	H	L	I	O	T	U	W	A	N	V	I	A
E	P	A	T	I	U	O	N	S	P	M	I	L	T	I
G	E	N	E	R	A	T	I	O	N	I	U	L	A	R
O	D	O	C	E	N	T	I	M	D	L	G	U	N	A
T	T	I	G	E	N	E	R	O	T	Y	I	A	D	T
I	S	T	F	O	R	U	M	G	N	U	A	N	E	I
A	D	A	R	M	E	D	M	D	E	C	E	N	T	N
T	R	N	O	I	T	N	E	V	R	E	T	N	I	A
E	U	G	O	L	A	I	D	L	D	T	I	O	N	M
Z	N	A	W	R	E	T	H	C	H	I	L	D	U	U
E	N	V	I	R	O	N	M	E	N	T	K	R	S	H

GENERATION-(বংশধর)
NEGOTIATE-(সমঝোতা করা)
DECENT-(শালীন)
PEACE-(শান্তি)
CHILD-(শিশু)
ENVIRONMENT-(পরিবেশ)
DISARMED (নিরস্ত্র)
DIALOGUE (সংলাপ)
RESOLUTION (সিদ্ধান্ত)
HUMAN (মানবীয়)
UNITED (একত্রিত)
FAMILY (পরিবার)
FORUM (ফোরাম)
HUMANITARIAN (মানবকল্যাণমূলক)
INTERVENTION (মধ্যস্থতা)
RIGHTS (অধিকার সমূহ)
NATIONS (জাতিসমূহ)

আরো জানার জন্য . . .

স্কুল পর্যায়ের সবার জন্য জাতিসংঘের শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপক সম্পদ রয়েছে। ভিডিও, চার্ট থেকে বই অবধি জাতিসংঘের শিক্ষাসংক্রান্ত উপকরণসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যাসমূহের উপর আলোকপাতে শিক্ষাবিদদের সহায়তা করে।

জাতিসংঘ বিষয়ক প্রকাশনা/ ভিডিওসমূহের সরবরাহ পেতে হলে দয়া করে যোগাযোগ করুনঃ
Un Publication.s, DC2-853, United Nations
New York, NY 10017, USA
e-mail: publications@un.org

ইন্টারনেটে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়াদি

জাতিসংঘ ওয়েবসাইটের সাইবার স্কুলবাস ছাত্র-শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় তথ্যসম্পদ, কর্মকাণ্ড ও শিক্ষাসংক্রান্ত সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত করে এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে অবহিত করে। ইহা দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য এবং বিশ্বের শহরগুলোর অবস্থা সম্বন্ধে ব্যাপক শিক্ষাঙ্গন ইউনিট এর আয়োজন করে থাকে। কর্মকাণ্ড এবং প্রকল্প ধারণা সম্বলিত এই ইউনিটগুলো ব্যস্তশিক্ষক এবং ঘরোয়া শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত।

সাইবার স্কুলবাসে প্রবেশের সংকেত হল ঃ www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus

জাতিসংঘ কেন? কারণ এটি ....

শান্তিরক্ষা করে ঃ যখন বিরোধের সূত্রপাত ঘটে, জাতিসংঘ তখন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার সুযোগ করে দেয় এবং প্রয়োজনে শান্তিরক্ষা বাহিনী প্রেরণ করে সংকটকে নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাওয়া রোধ করে।

পরিবেশ রক্ষা করে ঃ এটি জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ু ও পানি দুষণ, বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর বিলুপ্তি এবং অন্য অনেক সমস্যা নিরসনে সরকার সমূহকে একত্রিত করে।

দারিদ্র্য নিরসনে কাজ করে ঃ কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এটি দরিদ্র দেশগুলোকে আত্ম-সহায়তার ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে ঃ এটি অধিকসংখ্যক ও উন্নতমানের স্কুল স্থাপনে এবং টিকাদান ও নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রভৃতি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দরিদ্র দেশগুলোকে সহায়তা দিয়ে থাকে।

জরুরী সাহায্য প্রদান করে ঃ এটি লক্ষ লক্ষ শরণার্থী এবং দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার জনগণের জন্যে ত্রাণ ও খাদ্য সরবরাহের আয়োজন করে।

মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করেঃ এটি শিশু, নারী ও সংখ্যালঘুদের অধিকারের জন্যে আন্তর্জাতিক বিধি প্রনয়ণ করে।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ঃ এটি বিভিন্ন দেশসমূহকে মুক্ত ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে সহায়তা করে।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা

108/=